CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 21 August, 2024 ■ আগরতলা ২১ আগস্ট, ২০২৪ ইং ■ ৪ ভাদ্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

প্রকৃতির রুদ্র রূপে ত্রিপুরায় ত্রাহি ত্রাহি রব

টানা বর্ষণের জেরে ভূমি ধ্বসে শিশু সহ ৭ জনের মৃত্যু, নিখোঁজ দুই, ক্ষয়ক্ষতি প্রচুর, বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় তৈরি প্রশাসন, দাবি রাজস্ব সচিবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ খোয়াই/ কল্যাণপুর/ তেলিয়ামুড়া/ বিলোনিয়া/ শান্তিরবাজার/ উদয়পুর/ ধর্মনগর/ কমলপুর, ২০ আগস্ট ।। প্রকৃতির রুদ্র রূপে ত্রিপুরায় ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছে। টানা বর্ষণের জেরে ভূমি ধ্বসে এখন পর্যন্ত শিশু সহ ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া দুইজনকে খোঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে হাওড়া, ধলাই, মুহুরী এবং খোয়াই নদীর জলস্তর বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। ফলে, দক্ষিণ, গোমতী এবং খোয়াই জেলায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আজ এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে রাজস্ব দফতরের সচিব ব্রিজেশ পান্ডে গভীর চিন্তা প্রকাশ করে বলেছেন, রাজ্য বর্তমানে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। তবে, প্রশাসন পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্য সমস্ত চেষ্টা চালিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহা বর্তমানে দিল্লি থেকে রাজ্যের পরিস্থিতির খোঁজ খবর রাখছেন। দিল্লি থেকে ফিরে তিনি সামগ্রিক অবস্থা নিয়ে পর্যালোচনা করবেন।

এদিন ব্রিজেশ পান্ডে বলেন, গত ৪৮ ঘন্টায় অবিরাম বৃষ্টির কারণে ত্রিপুরায় নদীগুলির জলস্তর উল্লেখযোগ্যভাবে স্ফীত হয়েছে। ফলে অনেক এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় বাগাফা (৩৭৫.৮ এমএম), বিলোনিয়া (৩২৪.৪ এমএম) এবং

গোমতী জেলায় অমরপুরে (৩০৭.১ এমএম) অতি ভারি বৃষ্টিপাত হয়েছে। ফলে দক্ষিণ ত্রিপুরা ও গোমতী জেলা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি বলেন, হাওড়া, ধলাই, মুহুরি ও খোয়াই নদী বিকাল ৪টা পর্যন্ত বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। সাথে তিনি যোগ করেন, নয়াদিল্লি থেকে নিয়মিত বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি আজ সন্ধ্যায় নয়াদিল্লি থেকে ফিরে বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে একটি পর্যালোচনা বৈঠক করবেন।

এদিন তিনি জানান, টানা বর্ষণের জেরে জেলা প্রশাসন রাজ্যে ৫৬০৭টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য মোট ১৮৩টি ত্রাণ শিবির খুলেছে। তার মধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ২৪টি ত্রাণ শিবির, গোমতি জেলায় ৬৮টি ত্রাণ শিবির, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ৩০টি ত্রাণ শিবির এবং খোয়াই জেলায় ৩৯টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। বাকি চার জেলায় বিশ্রাম শিবির খোলা হয়েছে।

তাঁর দাবি, জেলা ও মহকুমা প্রশাসন এই ত্রাণ শিবিরগুলিতে খাদ্য, পানীয় জল, চিকিৎসা সহ প্রয়োজনীয় সুবিধা প্রদান করছে। সামগ্রিক পরিস্থিতি জেলা স্তরে সংশ্লিষ্ট জেলা শাসক এবং রাজ্য স্তরে সচিব এবং মুখ্য সচিব দ্বারা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। সাথে টিনি যোগ করেন, সমস্ত বিডিও, জলসম্পদ, বিদ্যুৎ, পূর্ত দফতর, বন, পুলিশ, ফায়ার সার্ভিসের কর্মীগণ এবং আধাসামরিক বাহিনী থেকে মহকুমা শাসকগণ বন্যার প্রভাব প্রশমিত করতে এবং ত্রাণ ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবরগুলিকে উদ্ধারের জন্য সার্বক্ষণিক কাজ করছেন।

তিনি জানান, ভারী ও অতি ভারি বৃষ্টিপাতের কারণে অনেক এলাকায় ভূমিধস হয়েছে। অনেক জায়গায় গাছ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারী বৃষ্টিপাত

আজ ও কাল রাজ্যে কমলা সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট ।। আগামী দুই দিন ত্রিপুরায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। তাই, আগামী দুই দিনের জন্য আবহাওয়া দফতর সারা ত্রিপুরায় কমলা সর্তকতা জারি করেছে। প্রশাসন ইতিমধ্যেই পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে।

মৌসম বিভাগ জানিয়েছে, আজ মঙ্গলবার দুপুর পর্যন্ত আগরতলায় ৭৬ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তেমনি, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার এডিনগরে ১৫৪ এমএম, লেম্বুছড়া ১৪৪.৮ এমএম, বোধজংনগরে ১৫৭ এমএম, ডিএম অফিসে ১৪০ এমএম, সচিবালয়ে ১১২ এমএম এবং হাওড়া ১১৮.৮ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তেমনি, সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়ায় ১৪৭.২ এমএম, বিশালগড় ৮৪.৬ এমএম, বিশ্রামগঞ্জে ১৪৪.৫ এমএম, গজারিয়ায় ১৭৮.৮ এমএম এবং সোনামুড়ার মোহনবাগ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। খোয়াই জেলায় ১১৫.৪ এমএম এবং তেলিয়ামুড়ায় ২০৯ এমএম, গোমতী জেলায় উদয়পুরে ১৫৭ এমএম, অমরপুরে ৩০৭.২ এমএম, করবুকে ১৫২.১ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

তাছাড়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ায় ৩২৪ এমএম, সাব্রুমে ২০৬ এমএম, বাগাফা ৩৭৫.২ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তেমনি, উত্তর ত্রিপুরা জেলার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রকৃতির ধ্বংসলীলা

ভূমিধ্বসে শিশু সহ মৃত সাত নিখোঁজ দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট ।। টানা বর্ষণে রাজ্যে ভূমিধ্বসে সাত জনের মৃত্যু হয়েছে। বন্যার জলের তোড়ে ভেসে নিখোঁজ আরও দুইজন। পাহাড়ে ধ্বস পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়ে ছে একই পরিবারের তিনজনের। শান্তির বাজার মহকুমার দেবীপুর এডিসি ভিলেজের কচ্ছপ ছড়া পাড়ায় ওই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

প্রসঙ্গত, প্রবল বর্ষার ফলে শান্তির বাজার মহকুমায় ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এরইমধ্যে শান্তির বাজার মহকুমার দেবীপুর এডিসি ভিলেজের কচ্ছপ ছড়া পাড়ায় পাহারের মাটি ধ্বসে পরে ঘুমের মধ্যে চিরনিদ্রায় আচ্ছিত হলো একই পরিবারে তিনজন। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, কচ্ছপ ছড়া পাড়ার বসবাসকারি ত্রিসংকু চাকমা অন্যান্য দিনের মতো গতকাল রাত পরিবারের লোকজনদের নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। প্রবল বর্ষায় ফলে আজ ভোর আনুমানিক ৪ ঘটিকায় ত্রিসংকু চাকমার ঘরের মধ্যে পাহাড়ের মাটি ধ্বসে পরে। এতে মাটি চাপা পরে ত্রিংসকু চাকমা, সহধর্মীনি রঞ্জনি চাকমা ও তাদের ১২ বছরের কন্যাসন্তান বিনিতা চাকমা চিরনিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পরে। আরও জানা গিয়েছে, দেবীপুর এলাকায় রাস্তা খারাপ হবার কারণে প্রসাশনিক লোকজনেরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হতে পারছেনা। তাই এলাকার লোকজনেরা একত্রিত হয়ে উদ্ধার কাজে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্য সভার উপনির্বাচন

বিজেপির প্রার্থী রাজীব ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট ।। ত্রিপুরা থেকে রাজ্যসভায় উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী মনোনীত হয়েছেন প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য। আজ দিল্লিতে দীর্ঘ বৈঠক শেষে চার রাজ্যে নয়জন বিজেপি প্রার্থীর নাম ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

এদিন রাজ্যসভায় উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী মনোনীত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিপিএমের প্রার্থী সুধন দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট ।। বহু জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ত্রিপুরা থেকে রাজ্যসভার আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল সিপিআইএম। ত্রিপুরা থেকে রাজ্যসভায় উপনির্বাচনে সিপিআইএম এর প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হলেন প্রাক্তন বিধায়ক সুধন দাস। মঙ্গলবার প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে সিপিআইএম দল।

রাজ্যে ফিরেই বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট।। রাজ্যে ফিরেই রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠকে বসলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। এদিন দিল্লি থেকে রাজ্যে ফিরেছেন তিনি। তার পরেই মুখ্যসচিব, পুলিশের মহা নির্দেশক, রাজস্ব দপ্তরের সচিব, পি ডাব্লিউ ডি ও ডি ডাব্লিউ এস আধিকারিক সহ অন্যান্য আধিকারিকদের নিয়ে এদিন বৈঠকে বসেন তিনি।

উল্লেখ্য, প্রবল বর্ষনে গোটা রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত হয়েছে। আগরতলা শহরের বিভিন্ন এলাকা বন্যার কবলে। শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আরজি কর কান্ড

টাস্ক ফোর্স গঠন, হাসপাতালে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন এবং সিবিআই-কে স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট (হি.স.)।। আর জি কর-কাণ্ডে কলকাতা হাইকোর্ট থেকে মামলা গেছে সুপ্রিম কোর্টে। সেই মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতি বলেন, দেশ আবার একটি ধর্ষণ আর খুনের জন্য অপেক্ষা করবে না, যে তার পর পরিবর্তন হবে। চিকিৎসকদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে সাত জনের জাতীয় টাস্ক ফোর্স গঠনেরও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। টাস্ক ফোর্স দু'টি বিষয়ে পরিকল্পনা করবে প্রথমত, নারী—পুরুষ নির্বিশেষে চিকিৎসা পেশায় হিংসা রুখতে হবে। দ্বিতীয়ত, নিরাপদ কাজের পরিবেশের জন্য একটি প্রোটোকল তৈরি করতে হবে। মহিলারা যাতে আরও বেশি করে কাজে যোগদানে উৎসাহ পান, সে দিকে নজর দেওয়ার পরামর্শ প্রধান বিচারপতির। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফলাফল প্রকাশের দাবিতে বিক্ষোভ জেআরবিটি গ্রুপ-ডি পদের চাকুরীপ্রার্থীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট।। মঙ্গলবার জেআরবিটি গ্রুপ-ডি পদের চাকরিপ্রার্থীরা অফিসলেনস্থিত জেআরবিটি বোর্ডের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

তাদের দাবি অতিসত্বর গ্রুপ ডি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করে তাদের নিয়োগ করতে হবে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে উপেক্ষা করেই মঙ্গলবার জেআরবিটি গ্রুপ ডি পরীক্ষার্থীরা জিআরবিটি বোর্ডের সামনে অবিলম্বে পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। চাকুরী প্রত্যাশীরা অভিযোগ করে দীর্ঘদিন আগেই পরীক্ষা গ্রহণ করা হলেও এখনো পর্যন্ত তাদের পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হচ্ছে না।

পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা না করার পেছনে কি রহস্য আত্মগোপন করে রয়েছে তাও জানতে চেয়েছে তারা। অবিলম্বে পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করে মেধা তালিকা অনুযায়ী চাকুরীর ব্যবস্থা করার জন্য তারা জোরালো দাবি জানিয়েছে।

মেয়ের জামাইয়ের চুরিকাঘাতে মৃত্যু শাশুড়ির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট ।। মেয়ের জামাইয়ের চুরিকাঘাতে অবশেষে মৃত্যু হল শাশুড়ির। উল্লেখ্য গত রবিবার শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে স্ত্রী ও সন্তানকে বাড়ি নিয়ে যেতে এসে ধুন্ধুমার কান্ড ঘটিয়েছিল জামাই। শ্বশুর-শাশুড়িকে ছুরিকাঘাত করে পরে গণধোলাইয়ে আহত হয়েছিল জামাই বাপন সাহা। ঘটনাটি ঘটেছিল আমতলী থানাধীন বিবেকনগর এলাকায়।

উল্লেখ্য, বাপন সাহার সাথে বিয়ে হয়েছিল আশীষ চক্রবর্তীর মেয়ের। তাদের একটি ছয় মাসের ছেলে সন্তান রয়েছে। স্ত্রী পুত্রকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বাপন প্রায়শই শ্বশুরবাড়িতে ঝামেলা বাধায় বলে অভিযোগ। রবিবারও এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল। স্ত্রী এবং পুত্রকে নিয়ে যেতে আসলে স্ত্রী যেতে না চাইলে বাপন তার শশুর ও শাশুড়িকে আঘাত করে বলে অভিযোগ। শাশুড়িকে ছুরিকাঘাত করে ছিল জামাই বাপন। পরে আশঙ্কা জনক অবস্থায় জিবিপি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 21-08-2024, 12:57

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ২৬৩ ▫ ২১ আগস্ট ২০২৪ ইং ▫ ৪ ভাদ্র ▫ বুধবার ▫১৪৩১ বঙ্গাব্দ

চিকিৎসকদের সুরক্ষায় জাতীয় টাস্ক ফোর্স

সারাদেশেই হাসপাতাল গুলিতে চিকিৎসক নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়া উদ্বিগ্ন দেশবাসী। দেশের সর্বোচ্চ আদালত সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল গুলিতে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করিতে জাতীয় টাক স্পোর্টস গঠনের নির্দেশ জারি করিয়াছে। জাতীয় টাস্ক ফোর্সকে যাবতীয় পরিকাঠামো খতিয়ে দেখিবার দায়িত্ব অর্পণ করা হইবে। আর জি কর হাসপাতালে কর্তব্যরত অবস্থায় তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুনের মতো ঘটনা গোটা দেশে ভয় ধরাইয়া দিয়াছে। মঙ্গলবার এনিয়া সুপ্রিম কোর্টে মামলার শুরুতেই এর ভয়াবহতার কথা উল্লেখ করিল প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। তাঁহাদের পর্যবেক্ষণ, এটা শুধু কলকাতারই নয়, হায়দরাবাদ, আহমেদাবাদ, বিহার-সহ নানা জায়গায় ডাক্তাররা আক্রান্ত হইতেছেন। চিকিৎসকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করিতে জাতীয় টাস্ক ফোর্স গঠনের নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। এই টাস্ক ফোর্স তিন সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট দিবে শীর্ষ আদালতে। জাতীয় টাস্ক ফোর্সের সদস্য হিসাবে থাকিবেন কেন্দ্রীয় সচিবরা।মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে আর জি কর মামলার শুনানির কিছুক্ষণের মধ্যে জাতীয় টাস্ক ফোর্স গঠনের নির্দেশ দেন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা ও বিচারপতি মনোজ মিশ্র। কীভাবে, কাহাদের নিয়া তাহা তৈরি হইবে, তাহাও ঠিক করিয়া দিয়াছেন বিচারপতিরা। এছাড়া জাতীয় টাস্ক ফোর্সের তত্বাবধানে থাকুন কেন্দ্রীয় সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, স্বাস্থ্যমন্ত্রকের সচিব, ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশনের চেয়ারম্যান, ন্যাশনার বোর্ড অফ এক্সামিনারসের প্রেসিডেন্ট।তাঁহাদের কাজ মূল কী? রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের স্বাস্থ্যবিভাগের সচিবদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে হাসপাতালগুলির নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করিতে হইবে। এসব তথ্য নথিভুক্ত করিয়া কেন্দ্রকে দিতে হইবে। কেন্দ্রের তরফে তাহা হলফনামা আকারে পেশ করা হইবে শীর্ষ আদালতে। এ বিষয়ে বিচারপতিদের পর্যবেক্ষণ, স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত কর্মীর নিরাপত্তা অগ্রাধিকার। হাসপাতালে হোক বা ও অন্য কোথাও, স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য আলাদা বিশ্রামকক্ষ, শৌচালয় থাকা প্রাথমিক পরিষেবার মধ্যে পড়ে। তাহা কোনও হাসপাতালে না থাকা দুর্ভাগ্যজনক। এসব খতিয়ে দেখিতে হইবে ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্সকে। এছাড়া কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গ নির্বিশেষে কোনও স্বাস্থকর্মীর যৌন হেনস্তা রুখিতে হইবে। এসব বাদ দিয়া টাস্ক ফোর্সেরও যদি কিছু পরামর্শ থাকে, তাহাও জানাইতে হইবে শীর্ষ আদালতে। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের এই নির্দেশ খুবই সময়োপযোগী বলিয়া মনে করেন তথাবিজ্ঞ মহল। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী টাস্ক ফোর্স গঠন করিয়া প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিলে পরিস্থিতি খানিকটা হইলেও মোকাবেলা করা সম্ভব হইবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না।

কলকাতা-সহ উভয় বঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস

কলকাতা, ২০ আগস্ট (হি.স.): মঙ্গলবার কলকাতা-সহ দক্ষিণ ও উত্তর, উভয় বঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার কলকাতায় আকাশ মেঘলা থাকবে। এছাড়াও দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা। সতর্কতা জারি করা হয়েছে হাওড়া, হুগলি, দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, দুই বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায়। এই জেলাগুলিতে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে এদিন।

পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দুই দিনাজপুর, মালদায় বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে বলে জানা গেছে হাওয়া অফিস সূত্রে।

সমুদ্র উত্তাল থাকার সম্ভাবনা, মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা

কলকাতা, ২০ আগস্ট (হি.স.): মঙ্গলবার সমুদ্র উত্তাল হওয়ার সম্ভাবনা। হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, সমুদ্রের উপর ঘণ্টায় ৩০-৪৫ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে এদিন। তাই উত্তর বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন এলাকায় মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, রাজস্থান থেকে দক্ষিণ বাংলাদেশ পর্যন্ত মৌসুমি অক্ষরেখা বিস্তৃত রয়েছে। দক্ষিণ বাংলাদেশের আশপাশে নিম্নচাপ অঞ্চল রয়েছে। এছাড়া বঙ্গোপসাগরের উপর একটি ঘূর্ণাবর্তও অবস্থান করছে। এর ফলে বাংলায় বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি, সমুদ্র উত্তাল হওয়ার সম্ভাবনা। তাই মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ায় সতর্কতা জারি করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

রাজীব গান্ধীর জন্মবার্ষিকীতে বীর ভূমিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট (হি.স.): মঙ্গলবার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর জন্মবার্ষিকী। এদিন সকালে তাঁর সমাধিস্থল বীর ভূমিতে গিয়ে শ্রদ্ধা জানান রাজীব-পুত্র রাহুল গান্ধী।

উল্লেখ্য, রাজীব গান্ধীর জন্ম ১৯৪৪ সালের ২০ আগস্ট। রাজীব গান্ধী কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন ১৯৮৪ সালে। মা ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের পর নেতৃত্ব তুলে দেওয়া হয় রাজীব গান্ধীর উপরে। ওই বছরেই তিনি দেশের নবীনতম প্রধানমন্ত্রী পদে বসেন। ১৯৮৯ সালের ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৯১ সালের ২১ মে তামিলনাড়ুর শ্রীপেরামবুদুরে একটি নির্বাচনী জনসভায় লিবারেশন টাইগার্স অফ তামিল ইলম (এলটিটিই)—র জঙ্গিরা নৃশংসভাবে হত্যা করে রাজীব গান্ধীকে।

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক মোদীর

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট (হি.স.): মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দিল্লিতে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী দাতো সেরি আনোয়ার বিন ইব্রাহিমের সঙ্গে বৈঠক করবেন। কথাবার্তার পর দু”দেশের মধ্যে একাধিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর সম্মানে মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন করেছেন। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী দাতো সেরি আনোয়ার বিন ইব্রাহিম রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করবেন। বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর-ও মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন বলে জানা গেছে।

আগস্ট ভারতের ইতিহাসে এক

১৫ স্মরণীয় দিন। ১৯৪৭ সালের এই বিশেষ দিনটিতেই ভারতবর্ষ বিদেশি শাসনের হাত থেকে মুক্ত হয়। ভারতের মহাকাশে উদয় হয় এক নতুন সূর্যের। ১৮৭২ সালের এই দিনটিতেই ভারতে আবির্ভাব হয় এক মহামানবের, যিনি ‘‘ঋষি অরবিন্দ’’ নামে পরিচিত জনসমক্ষে। প্রকৃত নাম অরবিন্দ ঘোষ। মহামানব এজন্যই যে, তিনি সাধারণ মানুষের মতো ব্যক্তিগত সুখ- স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে দিয়ে জীবনযাপন করেননি। অসামান্য এই মহামানব, যিনি একাধিক প্রতিভার অধিকারী, মানব কল্যাণের জন্য তাঁর সারাটা জীবন তিনি কাটিয়েছেন অত্যন্ত কষ্ট সহিষ্ণুতায়। শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন একাধারে সত্যদ্রষ্টা ঋষি, দার্শনিক, কবি, চিন্তানায়ক আবার অন্যদিকে দেশের জন্য উৎসর্গীকৃত এক প্রাণ। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ছিল অসামান্য। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁকে আখ্যা দিয়েছিলেন অফেট অফ ন্যাশনালিজম (জাতীয়তাব্যদের ভবিষ্যদ্বক্তা)। ১৮৭২ সালের ১৫ আগস্ট কলকাতার

উপন্ট্রে থিয়েটার রোডে, মা স্বর্ণলতা দেবীর গর্ভে জন্ম নেন এই মানবশিশু। অরবিন্দের জন্মদাত্রী ছিলেন ঋষি রাজনারায়ণ বস্তুর জ্যেষ্ঠা কন্যা। রাজনারায়ণ বসু ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। অরবিন্দের জীবনে তাঁর প্রভাব ছিল অপরিসীম। মাতামহ রাজনারায়ণ বসুর কাছ থেকেই অরবিন্দ অর্জন করেছিলেন ভগবদভক্তি, পান্ডিত্য ও শ্রীঅরবিন্দের পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ ছিলেন একজন বিলেত ফেরত চিকিৎসক। দেশে

কারণ ‘‘ইন্ডিয়ান মজলিস’’ বিতর্ক সভায় তাঁর যোগদান। যেখানে ভারতীয় হাবা রাজনীতির চর্চা করতেন, ভারতের শাসন সং

স্থার বিষয়ে উদেজ্যাপর্ণ রক্ততা দিতেন। এ স্বদেশপ্রেম ফিরে তিনি রংপুর, ভাগলপুর ও খুলনা জেলার কৃতিত্বের সঙ্গে সিভিল সার্জনের কায়া করেন। বিলেত থেকে তিনি পুরোদস্তুর সাহেব হয়ে এসেছিলেন এবং সকলের কাছে তিনি ‘‘কে ভি ঘোষ’’ নামে পরিচিতি লাভ করেন। গোড়া থেকেই তিনি পুত্রদ্ধে ইংরেজি ভাষা ও ইংরেজি চালচলনে অভ্যস্ত করার প্রচেষ্টায় সক্রিয় ছিলেন। মাত্র পাঁচ বছর বয়সকালেই অরবিন্দকে জ্যেষ্ঠ দুই প্রাতার (বিনয়ভূষণ ও মনমোহন) সঙ্গে দার্জিলিংয়ের লরেটো কনভেন্ট স্কুলে ভর্তি করান পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ। ওই বিদ্যালয়টি বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছিল ভারতের উচ্চপদস্থ ইউরোপীয় কর্মচারীদের ছেলেমেয়েদের জন্য। এখানে দু’বছর কাটানোর পর অরবিন্দ উচ্চতর পড়াশোনার জন্য দুই অগ্রজের সঙ্গে বিলেতে যান। পিতা কৃষ্ণন চেয়েছিলেন পুতরা ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ না দেখিয়ে তাঁরা যেন পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারঙ্গম হন। এভাবেই অরবিন্দ নিবিড়ভাবে জড়িয়ে পড়েন পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে। বিলেতে থাকাকালীন অরবিন্দ ভাবাশিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী হয়ে ওঠেন। বিলেতের সেন্ট পলস স্কুলে পড়বার সময়ই লাতিন ও গ্রিক ভাষায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। ফরাসি ভাষাতেও বিশেষ দক্ষ ছিলেন তিনি। এজুড়াও সযত্নে আয়ত্ত করেছিলেন জার্মান, ইতালীয় ও স্প্যানিশ ভাষা। পরে বিলাতের সেন্ট পলস স্কুল থেকে ৮০ পাউন্ড মুল্যের একটি বৃত্তি লাভ করে ভর্তি হন প্রসিদ্ধ কেন্দ্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিংস কলেজে। এই কলেজে মাত্র দু’বছর পড়াশোনা করেন অরবিন্দ। অতঃপর ওই কলেজ থেকে ক্লাসিকস ট্রাইপোজ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এরপর পিতার নির্দেশে শুরু করেন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার প্রস্তুতি। এই পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হলেও ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষায় প্রথমবার তিনি অকৃতকার্য হন। যে ছাত্ররা অন্যান্য বিষয়ে উচ্চস্তরের যোগ্যতা অর্জন করতেন তাদের ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষার জন্য দ্বিতীয়বার সুযোগ দেওয়া হত। অরবিন্দকেও সে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ওই পরীক্ষার ব্যাপারে তিনি একেবারেই উৎসাহী ছিলেন না। ফলে এই পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলেন তিনি। অবশ্য এই পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার আরও একটি সমস্ত সিভিল সার্ভিসের কমিশনারদের ও ভারত সচিবের কাছে অপছন্দের ছিল। তাই অরবিন্দকে তারা ওই পরীক্ষায় ছাঁটাই করলেন চূড়ান্তভাবে। এই সময়ে অরবিন্দের উপলব্ধি হয়েছিল পৃথিবীতে তাঁর আগমন দেশ- মাতৃকার মুক্তির জন্য, ব্রিটিশদের অধীনে থেকে তাদের সেবা করার জন্য নয়। ফলে তাঁর বিচারধারা প্রবাহিত হল অন্য এক আদর্শের পথে। ১৮২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিকে অরবিন্দ এলেন বরোদায়। গুরু হল তাঁর জীবনের এক নতুন অধ্যায়। বোম্বাইয়ের জাহাজ ঘাটে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি অনুভব করলেন এক বিরাট শান্তি। সম্ভবতঃ তিনি মাতৃভূমির বিরাটত্ব অনুভব করলেন। ১৪ বছর বিদেশে কাটিয়েও তিনি সাহেব হয়ে দেশে ফিরলেন না, ফিরলেন দেশের সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়ে। বরোদায় প্রথম দিকে প্রশাসনিক নানা বিভাগে কাজ করলেও পরে ফরাসি ও ইংরেজি ভাষার শিক্ষক হন। সম্ভবতঃ বরোদার মহারাজা বুঝেছিলেন শিক্ষাদানই অরবিন্দের উপযুক্ত কাজ। আরবিন্দের শিক্ষাদানের পদ্ধতি ছিল অসাধারণ। নিজের ছাত্র ও সহকর্মীদের কাছে তিনি খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। মহারাজাও একান্তভাবে তাঁর গুণগ্রাহী ছিলেন বরোদায় থাকাকালীন অরবিন্দ গভীরভাবে ভারতের সাহিত্য, দর্শন এবং নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শুধু তাই নয়, নানা ভাষাও তিনি আয়ত্ত করেন। সংস্কৃত শিখে তিনি বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, মনুস্মৃতি, ভবভূতি, কালিদাদের কাব্য ইত্যাদি অধ্যয়ন করেন। এইসব ছিল তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি। এছাড়াও তিনি উৎসাহী হয়ে ওঠেন গুজরাতি, মারাঠি ও বাংলা ভাষার প্রতি। মাতৃভাষা বাংলার প্রতি তাঁর অনুরাগ জন্মায় বিলেতে থাকাকালীনই। বঙ্কিম সাহিত্যের তিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, মধুসুদন প্রভৃতির গ্রন্থাবলী তিনি উপযুক্ত রূপেই অধ্যয়ন করেছিলেন। অরবিন্দের আন তপস্যার এক সুন্দর চিত্র পাওয়া যায় প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার রায়ের লেখা অরবিন্দ প্রসঙ্গে ‘‘পুস্তকে। তিনি লিখেছেন,’’তাঁহাকে পুস্তকের উপর বস্তু দুমি অবস্থায় একই ভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা বরিয়া উপবিষ্ট দেখিতাম যোগময় তপস্বীর ন্যায় বাহাজ্ঞানশূন্য। ঘরে আগুন লাগিলেও বোধহয় তাঁহার হুঁশ হইত না। তিনি এইভাবে প্রতিদিন রাত্রি জাগরণ করিয়া ইউরোপের নানা ভাষার কত কাব্য, উপন্যাস, ইতিহাস ও দর্শন পড়িতেন তাহার সংখ্যা ছিল না। অরবিন্দের পাঠাগারে ইউরোপের নানা ভাবার গ্রন্থ স্তূপীকৃত ছিল। ফরাসি, জার্মান, রাশিয়ান, ইংরেজি, গ্রিক, লাতিন প্রভৃতি কত ভাষার কত রকমের পুস্তক হিল তাহা আমার জানা ছিল না।

তাঁর বেতনের একটা বড় অংশ ব্যয় হত নতুন নতুন পুস্তক ক্রয় করতে। পুস্তক বিক্রেতাদের প্রতি অরবিন্দের নির্দেশ হিল নতুন কোনও পুস্তক প্রকাশিত হওয়া মাত্রই যেন তাঁকে জানানো হয়।

জ্ঞান-তপস্যার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য সৃষ্টিতেও ছিলেন অনন্য এই মহামানব। বিলাতে থাকাকালেই তিনি কবিতা রচনা করতেন ইংবাজিতে। বস্তুতঃ সারাজীবন ধরে কাজের অবসরে তিনি কাব্য রচনা করতেন। বরোদায় তিনি তাঁর প্রথম কবিতাপুস্তক Sonjes to Myrtella প্রকাশ করেন। বাংলা ভাষাও যে কত সুন্দরভাবে তিনি আয়ত্ত করেছিলেন তার পরিচয় মেলে তাঁর রচিত ‘‘কারাকাহিনী’’ ও ‘‘জগন্নাথের রথ’’ গ্রন্থে। বরোদায় আসার অল্প পরেই তাঁর কেম্ব্রিজের এক বন্ধু কেজি দাশপাণ্ডের পত্রিকা ‘‘ইন্দু প্রকাশ’’-এ তিনি ‘‘নিউ ল্যাম্পসফর ওল্ড’’ নামে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন, যাতে তিনি তদানীন্তন কংগ্রেসী নীতির সমালোচনা করেন। অরবিন্দের এই সব রচনা থেকে তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। বরোদায় থাকাকালীন ১৯০১ সালের এপ্রিল মাসে অরবিন্দের বিবাহ হয় ভুপালচন্দ্র বসুর বন্যা মুণ্ডলিনীর সাথে। অরবিন্দের বয়স সংগঠকদের ভিতর। সেই সব মতবিরোধ দূর করে সমিতিগুলির কাজে সমন্বয় সাধন করতে অরবিন্দ প্রায়ই বরোদা থেকে বাংলায় আসতেন। বাংলায় এসে তিনি সমিতিগুলির কাজে সমন্বয় সাধনের জন্য একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করেন। যার মধ্যে চিত্তরঞ্জন দাশ আর ভগিনী নিবেদিতাও ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিবেদিতার অবদানও কম ছিল না। অরবিন্দের সঙ্গে তাঁর ছিল গভীর শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক বৈপ্লবিক আন্দোলন সংগঠনে অরবিন্দ প্রকাশ্যে না এসে সকলের অগোচরে কাজ করে যাচ্ছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিকল্পনা বিবৃত করে তিনি ইংরাজিতে ‘‘ভবনী মন্দির’’ নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি বললেন,‘‘মাতৃভূমির জন্য শক্তির আরাধনা চাই, চাই ভবানীর উপাসনা। ভবানীই ভারতমাতা। তাঁর উপাসনার জন্য মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেই মন্দিরে যুবকদল সাধনা করবে- শক্তির সাধনা অ্যার তার সাথে অধ্যাত্মিক সাধনা। তৈরি হবে আসক্তিশুন্য সন্ন্যাসীর দল-যারা দেশমাতৃকার সেবায় জীবন উৎসর্গ করবে।’’ যদিও অরবিন্দের এই প্রকল্প বাস্তবে রূপ নিতে পারেনি, কিন্তু এই পুস্তিকা জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে এক অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছিল। আর সেই জন্য বিদেশি রাজশক্তি পত্রিকাটির প্রচার নিষিদ্ধ করেছিলেন।

১৯০৫ সালে কার্জনের বঙ্গভঙ্গ আইন পাশ হওয়ায় দেশব্যাপী তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হল। বাংলাদেশকে ভেঙে দু’’ভাগে ভাগ করা হল। এর পিছনে বিদেশি রাজশক্তির গভীর ষড়যন্ত্র লক্ষ্য করলেন অরবিন্দ সহ স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত বিপ্লবীরা। অরবিন্দ স্থির থাকতে পারলেন না। বরোদার চাকরি ত্যাগ করে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত ’’বঙ্গীয় জাতীয় মহাবিদ্যালয়ে’’ অব্যক্ষের পদ গ্রহণ করলেন। তবে কলেজে তাঁর যোগ দেওয়ার পিছনে উৎসাহ ছিল রাজা সুবোধ মল্লিকের। সেদিনের সেই জাতীয় বিদ্যালয়ই বর্তমানের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। কলকাতায় এসে অরবিন্দ গুস্ত বৈপ্লবিক সমিতিগুলিকে নির্দেশ দিলেন সাধারণ মানুষের মধ্যে, যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে আন্দোলনের আগুন ছড়িয়ে দিতে। সারা দেশ এই সময়ে উত্তাল হয়ে উঠল। বাঙালির কণ্ঠে ধ্বনিত হতেলাগল ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের ‘‘বন্দেমাতরম’’ মন্ত্র। মাতৃভূমির এই বন্দনা গান জাতিকে দেশপ্রেমের ধর্মে দীক্ষা দিল। বিদেশি শাসকরা আন্দোলনকে তরু করে দেওয়ার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করলেন। নিষিদ্ধ করলেন ‘‘বন্দেমাতরম’’ ধ্বনি। সভা, সমিতি বেআইনি ঘোষিত হল। নিরস্ত্র মানুষের উপর চলল রাজশক্তির অবাধ অত্যাচার। দমন-পীড়ন যতই বাড়তে লাগল, প্রতিবাদও ততই জোরালো হয়ে উঠল। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তরুণ সম্প্রদায় অস্থির হয়ে উঠল। ঠিক হল মজফফরপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কিং সফোর্ডকে হত্যা করা হবে। দুঃসাহসিক দুই তরুণ ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকি ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ি লক্ষ্য করে বোমাও ছুঁড়েছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে গাড়িতে কিংসফোর্ড ছিলেন না। ছিলেন অন্য দুই মহিলা। ঘটনাচক্রে তাঁদেরই মৃত্যু হয়। এই বিস্ফোরণের পর সরকারের পীড়নের মাত্রা চরমে ওঠে। পুলিশ চারদিকে খানাতল্লাশি করতে গিয়ে মানিকতলায় একটা বাগানবাড়িতে আবিষ্কার করল বোমা তৈরির কারখানা। সেখান থেকে বারীন্দ্র (অরবিন্দের ভাই) ও সহকর্মীরা গ্রেফতার হলেন। অরবিন্দকেও গ্রেফতর করা হল তাঁর গ্রে স্ট্রিদের পত্রিকা অফিস থেকে। প্রথমে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল লালবাজারের পুলিশের সদর দফতরে, পরে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। তাঁদের বরুদ্ধে খুন, যড়যন্ত্র ও রাজদ্রোহের অভিযোগে মামলা নিয়ে আসা হল। অরবিন্দই এই যড়যন্ত্রের নায়ক পুলিশ তা প্রমাণের যথাসাধ্য চেষ্টা শুরু করল। ইতিহাসে এই মামলাই ‘‘আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা’’ নামে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে।

ম্যাজিস্ট্রেট বার্লির আদালতে বিচার আরম্ভ হল ১৮ মে, ১৯০৮। এই মামলায় শ্রীঅরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। তখনকার তরুণ ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ। পরবর্তীকালে যাকে দেশবন্ধু নাম দিয়েছিল দেশবাসী। এই বিচারে চিত্তরঞ্জন ত্যাগ ও মহত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন তো বটেই, তাঁর আইন জ্ঞান ও বাগ্মিতায় সেদিন সকলেই মুগ্ধ হয়েছিল। দিনের পর দিন বিনা পারিশ্রমিকে তিনি গভীর রাত পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন এই মামলার জনা। ইংরেজদের কারাগারে পুরো একটি বহর অরবিন্দকে বন্দি জীবনযাপন করতে হয়েছিল। এর মধ্যে বেশির ভাগ সময় সম্পূর্ণ একা একটি ছোট্ট কুঠুরীর মধ্যে থাকতে হয়েছিল। এই কারাবাসের সময় যে আমানুষিক নিষ্ঠুরতা তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল, তার তুলনা মেলা ভার। কারাগৃহটি ছিল নয় ফুট লম্বা, পাঁচ-ছয় ফুট চওড়া। তার কোনও জানালা নেই, সামনে লোহার গরাদ। সেই ঘরের মধ্যেই খাওয়া, সেখানেই শোওয়া, সেখানেই মলমূত্র ত্যাগ করার ব্যবস্থা। আসবাবপত্রের মধ্যে ছিল থালা ও একটি বাটি। এই সময়কার অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে অরবিন্দ ‘‘কারাকাহিনী ’’তে লিখেছেন বাটীর জাত নাই, বিচার নাই, কারাগৃহে যাইয়া সেই বাটীতে জল নিয়া শৌচক্রিয়া করিলাম, সেই বাটীতেই মুখ ধুইলাম, স্নান করিলাম, অল্পক্ষণ পরে আাহার করিতে হইল। সেই বার্টীতেই ডাল বা তরকারী দেওয়া হই, সেই বাটীতেই জলপান করিলাম এবং আচমন করিলাম। এমন সর্বকার্যক্ষম মূল্যবান বস্তু ইংরাজের জেলেই সম্ভব।’

জেলে বন্দিদের খাবার সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে এক জায়গায় তিনি বলেছেন- ‘‘মোটা ভাত, তাহাতেও খোলা, কঙ্কর, পোকা, চুল, ময়লা ইত্যাদি কত প্রকার মশলা দেওয়া, স্বাদহীন ভালে জলের ভাগ অধিক, তরকারীর মধ্যে ঘাসপাতা শুদ্ধ শাক। মানুষের আহার যে এত স্বাদহীন নিঃসার হইতে পারে তাহা অ্যামি আগে জানিতাম না।’’ সরকারি কৌসুলির যুক্তিজাল ছিন্ন করে

চিত্তরঞ্জন প্রমাণ করলেন যে, এ পর্যন্ত রাজনীতি ক্ষেত্রে অরবিন্দ যা করেছেন, তা কোনওমতেই বেআইনি নয়। স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করা বেআইনি হতে পারে না। দেশপ্রেম কোনও আইন অনুসারেই নিন্দনীয় হতে পারে না। বিচারে তাই অরবিন্দ সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রমাণিত হলেন। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ৫ মে তিনি কারাগারের বাইরে এলেন। কারাগারে তিনি পুরো এক বছর ছিলেন। এই সময়ে তাঁর মধ্যে এক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তিনি সক্রিয় রাজনীতি ছেড়ে গ্রহণ করেছিলেন অধ্যায় সাধনার জীবন। তাঁর ভাবনায়, সেখানেই নিহিত রয়েছে দেশের মুক্তির পথ। অরবিন্দ নতুন মতবাদ প্রচারের জন্য দু’টি সাপ্তাহিক পত্রিকা বাংলায় ‘‘ধর্ম’’ ও ইংরাজিতে ‘‘কর্মযোগিন’’ প্রকাশ করা শুরু করলেন। পত্রিকা দুটিতে ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজনীতি সব কিছুই লিখতেন তিনি। তবে সব রচনার মধ্যেই আধ্যাত্মিক সুরটা প্রধান হয়ে উঠল। স্বভাতই ব্রিটিশরা এসব ভালো চোখে দেখেননি। তাঁরা অরবিন্দকে পুনরায় গ্রেফতার করার সুযোগ খুঁজছিল। ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একদিন সন্ধ্যায় ‘‘কর্মযোগিন’’ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক রামচন্দ্র মজুমদার এসে খবর দিলেন পত্রিকার অফিস তল্লাশি হবে এবং অরবিন্দকে গ্রেফতার করা হবে। সকলেই উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত অরবিন্দ কলকাতা ত্যাগ করে ফরাসি অধিকৃত চন্দননগরে চলে গেলেন। যাবার সময় ভাগনী নিবেদিতাকে ‘‘কর্মযোগিন’’ পত্রিকার সম্পাদনার ভার দিয়ে গেলেন। মতিলাল রায়ের আশ্রমে দেড়মাস চন্দননগরে থাকার পর ১৯১০ সালে মার্চ মাসের শেষে অরবিন্দ পন্ডিচেরীতে পৌঁছান যেটা ছিল তাঁর শেষ সাধনার ক্ষেত্র। চল্লিশ বছর ধরে তিনি পন্ডিচেরীতে সাধনায় মগ্ন ছিলেন এবং তার মধ্যে তিনি ২৪ বছর নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করেছেন। পণ্ডিচেরী জীবনের এই অধ্যায়টি ছিল অরবিন্দের কঠোর কৃচ্ছসাধনের অধ্যায়। ৫ ডিসেম্বর ভোররাতে শ্রীঅরবিন্দের বজ্রাঘাতের মতোই ছিল।

গুরুকুল বিলুপ্ত করা হয় এবং ইংরেজি শিক্ষাকে বৈধ করা হয়

১৮৫০ সাল পর্যন্ত ভারতে ‘৭ লাখ ৩২ হাজার’ গুরুকুল এবং ৭,৫০,০০০ গ্রাম ছিল। মানে প্রায় প্রতিটি গ্রামেই একটি গুরুকুল ছিল এবং এই সমস্ত গুরুকুলগুলিকে আজকের ভাষায় ‘হায়ার লার্নিং ইনস্টিটিউট’ বলা হত। তাদের মধ্যে ১৮টি বিষয় পড়ানো হত এবং গুরুকুল সমাজের লোকেরা এইগুলি একসাথে চালাতেন, রাজার দ্বারা নয়। শিক্ষা দেওয়া হতো বিনামূল্যে।

গুরুকুল বিলুপ্ত করা হয় এবং ইংরেজি শিক্ষাকে বৈধ করা হয় এবং কলকাতায় প্রথম কনভেন্ট স্কুল খোলা হয়। তখন একে বলা হতো ‘ফ্রি স্কুল’। এই আইনের অধীনে,

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাদ্রাজ। বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়েছে। দেশে এখনো এই তিনটি দাসপ্রথার যুগের বিশ্ববিদ্যালয়!

বাবাকে চিঠি লিখেছিলেন ম্যাকোলে। এটি একটি খুব বিখ্যাত চিঠি, এতে তিনি লিখেছেন: এই কনভেন্ট স্কুলগুলি এমন বাচ্চাদের বের করবে যারা দেখতে ভারতীয়দের মতো কিন্তু মস্তিষ্কে ইংরেজ এবং তারা তাদের দেশ সম্পর্কে কিছুই জানে না। তারা তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছুই জানবে না, তাদের ঐতিহ্য সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা থাকবে না, তারা তাদের বাগধারাটি জানবে না, যখন এই দেশে এমন শিশু থাকবে, ইংরেজরা চলে গেলেও ইংরেজরা এদেশ ছেড়ে যাবে না। .. ‘তখন লেখা চিঠির সত্যতা আমাদের দেশে আজও স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। এর দ্বারা সৃষ্ট দুর্দশা দেখুন। আজ আমরা নিজেদেরকে নিকৃষ্ট মনে করি যারা নিজেদের ভাষা বলতে এবং নিজেদের সংস্কৃতিকে চিনতে লজ্জাবোধ করি।

যে সমাজ তার মাতৃভাষা থেকে বিচিছন্ন তা কখনই বিকাশ লাভ করে না এবং এটি ছিল ম্যাকলয়ের কৌশল! আজকের তরুণরা ভারতের চেয়ে ইউরোপ সম্পর্কে বেশি জানে। ভারতীয় সংস্কৃতিকে অতটা শীতল মনে করে না, কিন্তু পশ্চিমা দেশকে অনুকরণ করে। কি আফসোস। আমাদের সকলের জাগ্রত হওয়ার এবং আমাদের মহান সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধারের সময় এসেছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

নগদহীন টিকিটের জন্য বুকিং কাউন্টারে কিউআর কোড মেশিন চালু করল উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

মালিগাঁও, ২০ আগস্ট, ২০২৪: 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' অভিযান প্রচার এবং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের (এনএফআর) রেলওয়ে স্টেশনগুলির বুকিং কাউন্টারে নগদহীন লেনদেনের সুবিধার জন্য পাঁচটি ডিভিশন তথা কাটিহার, রঙিয়া, আলিপুরদুয়ার, লামডিং ও তিনসুকিয়ার ৪২২টি স্থানে মোট ১৯১টি কিউআর কোড মেশিন প্রদান করা হয়েছে। এই স্থানগুলিতে আজকের তারিখ পর্যন্ত মোট ৫৮৭টি কাউন্টার কভার করা হয়েছে।

পাশাপাশি ১৮৯টি অতিরিক্ত কিউআর কোড মেশিন ক্রয়ের বিষয়টি অগ্রগতির পর্যায়ে রয়েছে এবং শীঘ্রই এগুলি নির্বাচিত স্টেশনে স্থাপন করা হবে। কিউআর কোড মেশিন গুয়াহাটি, কামাখ্যা, নিউ জলপাইগুড়ি, রঙিয়া, নিউ তিনসুকিয়া, কাটিহার, নিউ বঙাইগাঁও, গোয়ালপাড়া টাউন, দার্জিলিং, কিষানগঞ্জ, নিউ কোচবিহার, ঘুম ইত্যাদির মতো প্রধান স্টেশনে প্রদান করা হয়েছে। কিউআর কোড-ভিত্তিক টিকিট বুকিং ব্যবস্থার ফলে যাত্রীরা বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিজেদের টিকিট বুক করতে এবং ফিজিক্যাল কোনও যোগাযোগ ছাড়াই যাত্রীরা স্টেশনগুলিতে কিউআর কোড স্ক্যান করে নিজেদের টিকিট লাভ করতে পারবে।

এই পদক্ষেপের ফলে টিকিট কাউন্টারগুলিতে মানুষের লম্বা লাইন হ্রাস হবে, নগদের ব্যবহার কমবে এবং একটি দ্রুত ও অধিক সুরক্ষিত টিকিট বুক করার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত হবে।

নগদহীন টিকিট বুকিং ব্যবস্থার জন্য কিউআর কোড মেশিন চালু করাটা উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কাছে একটি মাইলস্টোন অর্জন করার মতো বিষয়, কারণ পরিষেবার আধুনিকীকরণ ও যাত্রীদের সুবিধা বৃদ্ধি করার জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে অবিরত প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। টিকিট বুকিঙের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনীমূলক প্রযুক্তি গ্রহণ করার ফলে ট্রেন যাত্রীদের জন্য ভ্রমণ সহজ এবং সুরক্ষিত হয়ে উঠবে।

এর আগে, আনরিজার্ভড টিকেটিং সিস্টেম (ইউটিএস) অ্যাপের মাধ্যমে মোবাইল অ্যাপ-ভিত্তিক টিকিট বুকিং ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই গ্রহণ করেছে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। এই অ্যাপের মাধ্যমে যাত্রীরা বাড়িতে বসে নিজেদের স্মার্ট ফোন ব্যবহার করে ভ্রমণের পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বাচ্ছন্দ্যে অসংরক্ষিত টিকিট বুক করতে পারছেন।

'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' পদক্ষেপের লক্ষ্য হলো তিনটি "সি" অর্থাৎ কনট্যাক্টলেস টিকেটিং, ক্যাশলেস ট্র্যানজ্যাকশন এবং কাস্টোমার কনভেনিয়েন্স অ্যান্ড এক্সপেরিয়েন্স-এর প্রচার করা। তাই উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে রেল ব্যবহারকারীদের বুকিং কাউন্টারগুলিতে নগদহীন টিকিট বুকিং ব্যবস্থার সুবিধা গ্রহণ করা এবং ভারতীয় রেলওয়ের এই ডিজিটাল পদক্ষেপের একজন সক্রিয় অংশ হয়ে ওঠার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

হু এমপক্স-কে বিশ্বব্যাপী জনস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা ঘোষণা করায় পরিস্থিতির ওপর নজর রেখে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

নতুন দিল্লি, ১৯ আগস্ট : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এম"পক্স পরিস্থিতির ওপর ক্রমাগত নজর রেখে চলেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পরামর্শ মতো প্রধানমন্ত্রীর প্রধান সচিব ডঃ পি কে মিশ্রের সভাপতিত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে দেশের এমপক্স পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুতি এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পদক্ষেপ পর্যালোচনা করা হয়। আফ্রিকার বহু দেশে এমপক্স ছড়িয়ে পড়ায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) একে জনস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা হিসেবে ঘোষণা করেছে। হু-র বিবৃতি অনুযায়ী, ২০২২ সাল থেকে বিশ্বের ১১৬টি দেশে ৯৯,১৭৬ জন এমপক্স-এ আক্রান্ত হয়েছেন এবং ২০৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। গত বছর আক্রান্তের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পায়। চলতি বছরে ১৫,৬০০ জনের বেশি আক্রান্ত হয়েছেন এবং ৫৩৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। ভারতেও ২০২২ সাল থেকে এপর্যন্ত ৩০ জন আক্রান্ত হয়েছেন।

উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে জানানো হয় যে, দেশে এই মুহূর্তে এমপক্সে আক্রান্ত কোন রোগী নেই। এছাড়া বড় ধরনের সংক্রমণের সম্ভাবনাও কম। প্রধানমন্ত্রীর প্রধান সচিব জানান, এমপক্স সংক্রমণ ২ থেকে ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত থাকে। প্রয়োজনীয় চিকিৎসার মাধ্যমে রোগীরা আরোগ্য লাভ করেন। দীর্ঘক্ষণ আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শের থাকার কারণে এই রোগ সংক্রমিত হয়।

স্বাস্থ্য সচিব জানান, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরগুলিতে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত দল মোতায়েন রাখা হয়েছে। আজ সকালে স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত মহানির্দেশকের ডাকা এক ভিডিও কনফারেন্সে ২০০ জনের বেশি অংশগ্রহণকারী যোগ দেন।

প্রধানমন্ত্রীর প্রধান সচিব ডঃ পি কে মিশ্র নজরদারি বাড়ানো এবং দ্রুত রোগ নির্ণয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেন। দ্রুত রোগ নির্ণয়ের জন্য ল্যাবগুলিকে তৈরি রাখার নির্দেশ দেন তিনি। বর্তমানে ৩২টি ল্যাবকে পরীক্ষার উপযোগী করে তৈরি রাখা হয়েছে। বৈঠকে হাজির ছিলেন নীতি আয়োগের সদস্য ডঃ ভি কে পল, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সচিব অপূর্ব চন্দ্র, স্বাস্থ্য গবেষণা সচিব ডাঃ রাজীব বহল, জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সদস্য সচিব কৃষ্ণ এস বৎস, তথ্য ও সম্প্রচার সচিব সঞ্জয় জাজু সহ বিভিন্ন মন্ত্রকের শীর্ষ আধিকারিকরা।

গাড়ির ধাক্কায় আশঙ্কাজনক বাইকআরোহী, গ্রেফতার অভিনেতা সম্রাট

কলকাতা, ২০ আগস্ট (হি.স.): রাতের শহরে ফের বেপরোয়া গতির তাণ্ডব। গাড়ির ধাক্কায় আশঙ্কাজনক বাইকআরোহী। গ্রেফতার অভিনেতা সম্রাট মুখোপাধ্যায়।

পুলিশ সূত্রের খবর, অভিনেতা সোমবার রাতে বেসামাল অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিলেন সম্রাট। আর তার জেরেই এই দুর্ঘটনা। গাড়ি চালিয়ে বেহালা চৌরাস্তার দিক থেকে টালিগঞ্জের দিকে যাচ্ছিলেন অভিনেতা। পুলিশ সূত্রে খবর, রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ রাজা রামমোহন রায় রোডে মদনমোহনতলার কাছে, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এক বাইকআরোহীকে ধাক্কা মারে অভিনেতার গাড়ি। বাইক আরোহী একেবারে ছিটকে গিয়ে পড়েন।গুরুতর জখম বাইক আরোহীকে প্রথমে এম আর বাঙুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। বাইক আরোহীকে ধাক্কা মারার পর একটি বাড়ির দেওয়ালে ধাক্কা মারে অভিনেতার গাড়ি। ওই বাড়ির গেটটিও গাড়ির ধাক্কায় ভেঙে গেছে। দুর্ঘটনার পরই অভিনেতা সম্রাট মুখোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করে বেহালা থানার পুলিশ।

জানা যাচ্ছে, আহত বাইক আরোহী সাঙ্ঘাতিক জখম হয়েছেন। তাঁর বয়স মাত্র ২৯। তিনি বেহালার বিদ্যাসাগর কলোনীর বাসিন্দা। কাজ করেন একটি আইসক্রিম কারখানায়। পুলিশ সূত্রে খবর, দুর্ঘটনায় ভেঙে টুকরো হয়ে গিয়েছে বাইক আরোহীর হাঁটু ও কোমর।

আলিপুরদুয়ারে নেশাজাতীয় ট্যাবলেটসহ একজন গ্রেফতার

আলিপুরদুয়ার, ২০ আগস্ট (হি. স.) : বিপুল পরিমাণ নেশাজাতীয় ট্যাবলেটসহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে জয়গাঁও থানা পুলিশ। অভিযুক্তের নাম আশরাফ আলী। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সোমবার গভীর রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জয়গাঁও থানা পুলিশ ভানুভক্ত টোল এলাকার একটি গ্যারেজে তল্লাশি চালায়। এ সময় আশরাফ আলী ধরা পড়েন। ধৃতের তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ নেশাজাতীয় ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। এরপরেই এনডিপিএস আইনে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতের কাছ থেকে ১৪৪০টি নেশাজাতীয় ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতকে মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার আদালতে পেশ করা হয়।

অলিম্পিকে পদকজয়ী ঝু ইয়াকিন এখন রেস্তোরাঁর খাবার পরিবেশক

হুনান, ২০ আগস্ট (হি.স.): অলিম্পিকের পদকজয়ী চীনের ১৮ বছর বয়সী তরুনী জিমন্যাস্টস ঝু ইয়াকিন এখন রেস্টুরেন্টের খাবার পরিবেশক! প্যারিস অলিম্পিকের মেয়েদের জিমন্যাস্টিকসে ব্যালেন্স বিম ইভেন্টে রুপো জিতেছিলেন চীনের ১৮ বছর বয়সী এই জিমন্যাস্টস।

প্যারিসের রুপো জিতে চীনের এই কম বয়সী জিমন্যাস্টস আলোচনায় এসেছিলেন। প্যারিস অলিম্পিকের এক সপ্তাহ পর এবার নতুন করে আলোচনায় এলেন ইয়াকিন। চীনের এই তরুনীর ইয়াকিনের একটি রেস্টুরেন্টে খাবার পরিবেশনের ভিডিও নতুন করে ভাইরাল হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। যে রেস্টুরেন্টটিতে ইয়াকিন খাবার পরিবেশন করছেন, সেটা তার বাবা-মায়ের। এটি হুনান প্রদেশের হেংইয়াংয়ে অবস্থিত।

এখনই মমতার পদত্যাগ দাবি অমিত মালব্যর

কলকাতা, ২০ আগস্ট (হি.স.): "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পদত্যাগ না করলে মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ ও হত্যার অবাধ ও সুষ্ঠু তদন্ত সম্ভব নয়। তাঁকে এখনই পদত্যাগ করতে হবে।" মঙ্গলবার এক্স হ্যান্ডলে এই দাবি করলেন বিজেপি নেতা অমিত মালব্য।অমিতবাবু লিখেছেন, "এখন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের কলঙ্কিত অধ্যক্ষ ডঃ সন্দীপ ঘোষের আর্থিক অনিয়মের অভিযোগের তদন্তের

Agartala Municipal Corporation
Electrical DIVISION,
AGARTALA, WEST TRIPURA

PRESS NOTICE INVITING -TENDER

The Executive Engineer, Electrical Division, Agartala Municipal Corporation, West Tripura invites on behalf of the Hon'ble Mayor, Agartala Municipal Corporation percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking/emerpene and eligible Bidders/Firms/Agencies having experienced in similar nature of works/ appropriate there of internal Electrical Enlistment registered with PWD/TTAADC/ MES/CPWD/ Railway/ Other State PWD up to 3. P.Man 23-09-2024 for the following work.

Sl No.	Name of the work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and tim for document downloading and biding
01	DNIeT-EE(Elect)/AMC/ 20/2024-25	9,82,620.00	19,652.00	15(Fifteen) days	Date: 23/08/2024 Time: 15:00 Hrs.

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal http://tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC
Sd/-
Executive Engineer,
Electrical Division,
Agartala Municipal Corporation

Notice Inviting e-Request for Quotations

(Director of Co Project Director, Agri.- Horti. Project Implementation Unit Horticulture & Soil Conservation) Tripura invites e-Request for Quotations (e-RFQ) for designing & printing of multi color booklets and leaflets through e-Procurement portal https://tripuratenders.gov.in of Government of Tripura from eligible firms having experience in designing & multi color offset printing of leaflet and manual books.
Submission of bids physically is not permitted.
Detailed RFQ notice and documents can be obtained from https://tripuratenders.gov.in. Last Date of document download & bid submission of the Request for Quotations (RFQ) ends on 07.09.2024 up to 17:30 hours (IST).

Sl No	Name of Work	Tender Value (Tentative in Rupees)	Earnest Money (in Rupees)	Pre-Bid meeting date & time	Document Downloading & bid submission end date	Place of Bidding
1	Printing of multi color booklets and leaflets	10,00000.00	30000.00	23/08/2024 At 12:00 hrs	23/08/2024 to 07/09/2024	https://tripuratenders.gov.in.

Earnest money deposit (EMD) of Rs 30,000.00 (Thirty Thousand) only ad Tender fee Rs 500.00 (One time Non Refundable) are to be paid in favour of the Director, Horticulture and Soil conservation, Agartala through online portal.
ICA/C/ 1196/20

(Dr. P. B. Jamatia)
Co-Project Director
(Director of Horticulture & SC),
Agri. Horti. PIU, TRESP, Tripura, Agartala

PNIe-T No:- 05/EE/DWS/DIVN/SBM/2024-25
e-Tender in Two bid system are invited for the following work:-

Sl. No.	Name of the work	Estimated cost	Earnest money	Deadline for online bidding	Website for online bidding	Time & date of opening of online bid
1	2	3	4	5	6	7
1	Construction of 17 Nos different capacities Package Type IRP at different locations under DWS Sub-Division, Rupaichari during the year 2024-25. **DNIeT No. : 03/CE/PWD(DWS)/2024-25**	₹ 2,84,61,204.00	₹ 5,69,224.00	Upto 3.00 P.M on 02.09.2024	https://tripuratenders.gov.in	At 3.30 P.M On 02.09.2024 if possible
2	Construction of 01 (One) No. SBDTW at cremation ground at refugee camp, ward-9, laying of various dia pipe line, providing & installation of pump motor set under Sabroom Nagar Panchayet during the year 2024-25 (Deposit Work). **DNIeT No. : 32/EE/DWS/DIVN/SBM/2024-25**	₹ 6, 36, 443.00	₹ 12,729.00			

All details can be seen in the office of the undersigned. NB: The detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in or https://etenders.gov.in/eprocure/app https://eprocure.gov.in at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in For any query please contact to office of the undersigned during office hours/eedwssbm@gmail.com

(For and on behalf of Governor of Tripura)
ICA/C/ 1169/24
"Conserve Water Save Life"

(Er. R. Barma)
Executive Engineer DWS Division,
Sabroom South Tripura District

বুধবার শ্রীলংকা-ইংল্যান্ড প্রথম টেস্ট, ছিটকে গেলেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক স্টোকস

লন্ডন, ২০ আগস্ট (হি.স.): বুধবার থেকে ওল্ড ট্রাফোর্ডে শুরু হবে ইংল্যান্ড-শ্রীলঙ্কার প্রথম টেস্ট। এই টেস্টের আগে সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন হ্যামস্ট্রিং ইনজুরিতে পড়া ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস। তাঁকে বাদ দিয়েই একাদশ ঘোষণা করেছে ইংল্যান্ড। স্টোকসের পরিবর্তে এই সিরিজে ইংল্যান্ডকে নেতৃত্ব দেবেন অলি পোপ। তার সহকারী হয়েছেন হ্যারি ব্রুক।

সর্বশেষ সিরিজে ইংল্যান্ড ৩-০ ব্যবধানে হারিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। এবার শ্রীলঙ্কাকে হোয়াইটওয়াশ করে ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় উপরের দিকে উঠে আসার চেষ্টা করছে তারা। কিন্তু শুরুতেই ইংল্যান্ড বড় ধাক্কা খেল অধিনায়ককে হারিয়ে।

কাজে ফিরতে সুপ্রিম কোর্টের আর্জি, সভা ডেকে সিদ্ধান্ত নেবে আন্দোলনরতরা

কলকাতা, ২০ আগস্ট (হি.স.) : আর জি কর কাণ্ডে আন্দোলনরত চিকিৎসকদের কাজে ফিরে আসার অনুরোধ জানিয়েছে কোর্ট। চিকিৎসা পরিষেবা সচল রাখতে কর্মবিরতি তুলে নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আর জি করে আন্দোলনরত চিকিৎসকদের মধ্যে থেকে ডঃ সৌম্যদীপ রায় বলেন, "সবটাই শুনেছি। আমরা জেনারেল বডির মিটিংয়ে আলোচনা করেই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেব মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় জানান, আন্দোলনরত চিকিৎসকদের অবিলম্বে কাজে ফেরার জন্য অনুরোধ করছি। সমাজের স্বার্থেই তাঁরা কাজে ফিরুন, এই অনুরোধ করছি। তাঁদের উদ্বেগের বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছে দেশের সুপ্রিম কোর্ট। মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'আমরা দেশ জুড়ে চিকিৎসকদের নিরাপত্তা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব। চিকিৎসকরা যাতে নিরাপদে কাজ করতে পারেন সেই দিকটি নিশ্চিত করা দরকার।' প্রসঙ্গত, চিকিৎসকদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে সাত সদস্যের জাতীয় টাস্ক ফোর্স গঠন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের তরফে। পাশাপাশি, চিকিৎসকদের দাবি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা — ২০২৪ এর
PCB Group — এর আসন বন্টন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

ত্রিপুরা বোর্ড অফ জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশান August, ২০২৪ বিকাল ৩ টায় ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার PCB গ্রুপের আসন বন্টন, বোর্ডের ওয়েবসাইট (https://tbjee.nic.in) — এ জানানো হবে। সংশ্লিষ্ট সকলকে নিজ — নিজ Registration ID - তে লগ ইন করে Allotment letter download করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। C. গ্রুপের কোন candidate যদি PCM গ্রুপের আসন গ্রহন করতে ইচ্ছুক থাকে তবে তাকে এই রেজাল্ট পাবলিশ হবার (০২) দিনের মধ্যে PCB গ্রুপের প্রাপ্ত আসন surrender করতে হবে। অন্যথায় সে PCM গ্রুপের কোন আসন পাবেনা। আসন বন্টন সংক্রান্ত কোন কিছু জানবার থাকলে বোর্ডের অফিসে যোগাযোগ করার জন্যে অনুরোধ করা হচ্ছে।
ICA/D-657/24

চেয়ারম্যান
ত্রিপুরা বোর্ড অফ জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশান রাজ্য উচ্চশিক্ষা দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা

NOTICE INVITING TENDER (NIT)
PNIe-T NO:- 49 /EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2024-25
Dated:-14/08/2024

The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system from reputed resourceful manufacturer /authorized dealers/ authorized Sales and Service provider of OTIS/THYSSENKRUPP/KONE/JHONSON Lift Pvt. Ltd /SCHINDLER/MISTUBISHI/reputed and leading manufacturers complying the special Terms & condition attached with the tender documents strictly and have a good infrastructure at Agartala as well as having experience in similar nature of workin Government/Government undertaking buildings for the following work:
Name of work Proposed Construction for creation of Barrier free environment in 14 (Fourteen) State Government Buildings at Agartala for the benefit of persons with disabilities under the Accessible India Campaign(AIC) during the year 2019-20/S.H: Providing, Installation and Commissioning of Machine room less (MRL) lift of 13 (thirteen) passenger traction type (884 kg) capacity elevator up to G+1 level at Arts & Science building's of Ramthakur College complex, Agartala
1. Estimated Cost: Rs 39,91,880.00
2 Earnest Money: Rs 79,838.00
3 Bid Fee:Rs1,000.00
4 Time for Completion: 45 (Forty Five) Months
5 Last date & time for online Bidding: 05/09/2024 upto 3:00 PM
6. DNIET No:04/B/DNIeT/SE-IV/PWD(R&B)/2024-25
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/ 1192/24

Executive Engineer
Mechanical Division, Agartala

RE-TENDER NOTICE (3rd Call)

Government Degree College Santirbazar, Tripura is inviting e-Tenders from reputed Agencies/Suppliers to supply Equipments for Department of Physical Education.
The e-Tender documents can be downloaded from e-Procurement website of Government of Tripura: http://tripuratenders.gov.in. Bids are to be submitted through online only.
The details (specification of items and terms and conditions) of the aforesaid tender will also be available in the Notice Board, Establishment Section of the college and college website: www.santirbazarcollege.ac.in.
The last date for the online submission of tender: 28/08/2024.
ICA/C/1174/24

(Dr. Sanjoy Das)
Principal-in-charge,
Govt. Degree College Santirbazar
Santirbazar, Tripura, South Tripura

CORRIGENDUM
(AGAINST PNIeT No. 06/PNIeT/EE/DWS/BLN/2024-25)

Due to un-avoidable circumstances the following modification has been made against tender having Tender Id: 2024 CEDW'S 50274 1 & DNIeT No: 02/CE/PWD(DWS)/2024-25 published in the website www.tripuratenders.gov.in on 28.06.2024 against PNIeT No. 06/PNIeT/EE/DWS/BLN/2024-25 circulated vide this office Memo. No. F.7(10)/EE/DWS/BLN/2430-90, Dt.: 27.06.2024 & its subsequent Memo No. 7(10)/EE/DWS/BLN/3626-85 Dated: 23.07.2024.
Deadline for online bidding is extended upto 3.00 P.M. on 28th August, 2024.
Last date & time of opening of technical bid is extended upto 3.30 P.M on 28th August, 2024 (if possible).
All other terms and conditions of the said PNIT will remain un-changed.
ICA/C/ 1182/24

FOR & ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA.
(Er. B. Debbarma)
Executive Engineer
DWS Division Belonia
Belonia, South Tripura

No. F.5(91)RD/TRLM//2023/7952-57
Dated 1.7/08/ 2024
MEMORANDUM

The Request for Proposal (RFP)
for Proposal (RFP) for "Hiring of Software Development Company for Providing Human Resource Management Information System (HRMIS) for Tripura Rural Livelihood Mission (TRLM)" vide No.F.5(91)RD/TRLM/2023/4764 dated 29/06/2024 hereby cancelled due to unavoidable circumstances.
ICA/C/1189/24

(Ajit Sukladas, TCS, SSG)
Chief executive Officer
Tripura Rural Livelihood Mission

FORMAT A (For publication in Newspaper) PNIT NO:-04/NIT/EE-KLP/PWD (DWS)/2024-25 date: 16/08/2024, Repairing of existing pump house and existing pipe line maintenance, Repairing & mtc of electrical and mechanical works of different SBDTW, Supplying of drinking water by mechanical carrying under DWS Division Kalyanpur, PWD:-

Sl No	DNIT NO	Estimate Cost	Earnest money
1)	DNIT NO. 22/EE-KLP/PWD(DWS)/2024-25	Rs. 4,91,145.00	
2)	DNIT NO. 23/EE-KLP/PWD(DWS)/2024-25	Rs. 4,91,145.00	
3)	DNIT NO. 24/EE-KLP/PWD(DWS)/2024-25	Rs. 4,91,145.00	
4)	DNIT NO. 25/EE-KLP/PWD(DWS)/2024-25	Rs. 4,95,498.00	
5)	DNIT NO. 26/EE-KLP/PWD(DWS)/2024-25	Rs. 4,95,498.00	
6)	DNIT NO. 27/EE-KLP/PWD(DWS)/2024-25	Rs. 4,95,498.00	
7)	DNIT NO. 28/EE-KLP/PWD(DWS)/2024-25	Rs. 4,98,150.00	
8)	DNIT NO. 29/EE-KLP/PWD(DWS)/2024-25	Rs. 4,98,000.00	

Last date and time for receipt of application for issue of tender form up to 4.00 PM on 23/08/2024 Other necessary detailed information can be seen and tender documents will be sold in the DWS Division office of Kalyanpur & Agartala-I in office hours.
ICA/C/1186/24

(ER. SANJOY DEBNATH) Executive Engineer
DWS Division, PWD Kalyanpur, Tripura

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

জলবায়ু সংকটের যুগে কৃষি বীজের বৃদ্ধি

শিবরাজ সিং চৌহান
কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী

কৃষির উন্নয়ন এবং কৃষকের কল্যাণ আমাদের সরকারের প্রধান অগ্রাধিকারগুলির মধ্যে একটি। অন্নদাতাদের জীবনে আনন্দ ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসাই আমাদের সংকল্প, যাঁরা আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার কারিগর। এই সংকল্প বাস্তবায়ন করতে আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করব। কৃষকদের আয় বাড়ানোর জন্য আমরা ছয় দফা কৌশল নির্ধারণ করেছি। চিন্তাভাবনার প্রধান এই দিক গুলো হল- উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষিপণ্যের খরচ কমানো, উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রদান, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে উপযুক্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান ও বৈচিত্র্যকরণ এবং জৈব চাষের প্রসার। উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খরচ কমানোর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায় হল ভাল বীজ, যা জলের অভাবে এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও উৎপাদন বাড়াতে পারে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই জাতীয় ১০৯ টি নতুন জাতের বীজ সম্প্রতি কৃষক এবং দেশবাসীর জন্য উৎসর্গ করেছেন। গত ১০ বছরে দেশে আড়াআড়ি ভাবে কৃষিক্ষেত্রেরও দ্রুত উন্নয়ন হয়েছে। বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতার মতো পরিস্থিতির মধ্যে উৎপাদন বাড়ানোটাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমরা আগামী ৫ বছরে জলবায়ু বান্ধব ১৫০০ নতুন জাতের ফসল উদ্ভাবন করব। এই মুহূর্তে, একমাত্র বিজ্ঞানই কৃষকদের কল্যাণে সহায়তা করতে পারে। আমি গর্বিত আমাদের কৃষি বিজ্ঞানীদের জন্য, যাঁরা জলবায়ু-বান্ধব কৃষিপণ্যের বিভিন্ন জাত এর উদ্ভাবন করে চলেছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস কৃষিতে যে সব উদ্ভাবন হচ্ছে সেগুলি জমি ও কৃষকদের কল্যাণ নিশ্চিত করবে।

নিজে একজন কৃষক হওয়ার সুবাদে ভালো করেই বুঝি ভালো ফলনের জন্য ভালো বীজ কতটা গুরুত্বপূর্ণ। বীজ যদি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মাটির প্রকৃতি এবং আবহাওয়ার সাথে ভাল এবং উপযুক্ত হয় তবে উৎপাদনও অভূতপূর্ব বৃদ্ধি পাবে। মোদীজি এটি বুঝতে পেরেছিলেন এবং সেই মত এ ব্যাপারে বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের পথ দেখিয়েছেন। বৈচিত্র্য ভারতের কৃষির বিশেষত্ব। এখানে, প্রতি স্বল্প দূরত্বের মধ্যে কৃষিকাজ পরিবর্তিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, সমভূমিতে কৃষিকাজ করা টিলা এবং পাহাড়ে কৃষিকাজ করার থেকে আলাদা। এই সমস্ত পার্থক্য এবং বৈচিত্র্যের কথা মাথায় রেখে আমরা ১০৯ টি নতুন জাতের বীজ চালু করেছি। এর মধ্যে ৬৯টি জাত নিয়মিত কৃষি ফলনের জন্য এবং ৪০টি জাত উদ্যানজাত ফলনের জন্য। মোদী সরকার স্বাস্থ্যকর খাবারের প্রচার এবং ভারতকে বিশ্বের একটি পুষ্টি কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কৃষকদের কঠোর পরিশ্রমের মূল্যায়ন যাতে সঠিকভাবে হয় এবং তারা যাতে তাদের ফসলের ন্যায্য দাম পান তা নিশ্চিত করাটাই আমাদের সংকল্প। এরজন্য আমরা তাদের উৎপাদিত পণ্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ক্রয় করছি। আমাদের কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করা আমাদের অগ্রাধিকার। আর উৎপাদন বৃদ্ধি করার পাশাপাশি, ভারতের কৃষিজাত ফলন মানুষের স্বাস্থ্যের পাশাপাশি যাতে মাটির জন্যও নিরাপদ হয় তা নিশ্চিত করার বিষয়ে সচেতন। ভারত আজ একটি নতুন সবুজ বিপ্লব প্রত্যক্ষ করছে। আমাদের খাদ্য সরবরাহকারীরাও শক্তি সরবরাহকারী এবং জ্বালানী সরবরাহকারী হয়ে উঠছেন। মোদীজির প্রচেষ্টায় নিয়মিত কৃষিকাজের পাশাপাশি পশুপালন, মৌমাছি পালন, ঔষধি গাছের চাষ, ফুল ও ফল চাষ ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলিও শক্তিশালী হচ্ছে।

পূর্ববর্তী সরকারগুলি কখনই কৃষি ও কৃষকদের অগ্রাধিকার দেয়নি। অন্যদিকে মোদীজির নেতৃত্বে কৃষিক্ষেত্র অভূতপূর্ব উন্নতি করে চলেছে। ২০১৩-১৪ সালে কৃষি মন্ত্রকের বাজেট ছিল ২৭,৬৬৩ কোটি টাকা, আর ২০২৪-২৫ সালে তা বেড়ে হয়েছে ১,৩২,৪৭০ কোটি টাকা। এই বাজেট বরাদ্দ শুধু কৃষি বিভাগের জন্য। কৃষি ও সার ভর্তুকি সহ অন্যান্য ক্ষেত্রের জন্য আলাদা বাজেট রয়েছে। মোদী সরকার কৃষকদের সস্তা দামে ইউরিয়া এবং ডিএপি (ডায়ামোনিয়াম ফসফেট) সরবরাহ করে আসছে। সরকার কৃষকদের ইউরিয়াতে প্রায় ২,১০০ টাকা ভর্তুকি দিচ্ছে এবং ডিএপির এক ব্যাগে ১,০৮৩ টাকা ভর্তুকি দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনার মাধ্যমে কৃষকরা স্বনির্ভর ও ক্ষমতায়িত হয়েছেন। ফসলের ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা কৃষকদের জন্য একটি বিশাল বীমা সুরক্ষা হয়ে উঠেছে। মোদী সরকার বীজ থেকে বাজারের ব্যবস্থা করা, কৃষকদের ক্ষমতায়ন এবং তাদের জন্য কৃষিকাজ সহজ করা, তাদের সমস্যা কমাতে এবং লাভ বাড়ানোর জন্য প্রতিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই লক্ষ্যে আমরা ১ লক্ষ কোটি টাকার কৃষি পরিকাঠামো তহবিলের মাধ্যমে কৃষি পরিকাঠামো উন্নয়নের উদ্যোগ নিয়েছি। সাতশো'র ও বেশি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র কৃষকদের বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত করছে। নমো ড্রোন দিদি যোজনার মাধ্যমে দূরদূরান্তের মা-বোনেরাও প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন। কৃষি সখীর মাধ্যমে আমরা প্রথম পর্যায়ে ৩৫ হাজার কৃষি কর্মীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছি। মোদীজি ভারতকে কৃষিতে আত্মনির্ভর করার স্বপ্ন দেখেছেন এবং আমরা সেই লক্ষ্যে কৌশলগতভাবে কাজ করে চলেছি। আগামী পাঁচ বছরে আমরা ১৮,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০০টি রফতানিমুখী উদ্যানতত্ত্ব ক্লাস্টার তৈরি করব। কৃষকদের প্রবেশাধিকার উন্নত করতে ১,৫০০ এরও বেশি কৃষক বাজারকে একীভূত করা হবে। একই সঙ্গে, আমরা ৬,৮০০ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈলবীজ মিশনও শুরু করছি। সরকার সবজি উৎপাদন ক্লাস্টার তৈরি করার জন্যও কাজ করছে। এর ফলে, ক্ষুদ্র কৃষকরা নতুন বাজারে প্রবেশ করতে পারবেন এবং তাঁরা শাকসবজি, ফল ও অন্যান্য পণ্যের ভালো দাম পাবেন। সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ডালের মধ্যে তুর, উড়াদ এবং মসুর ডালের পুরো সংগ্রহ নূনতম সহায়ক মূল্যের ভিত্তিতে করা হবে।

যজুর্বেদে একটি প্রবাদ আছে 'অন্ননাম পাতায় নমঃ, ক্ষেত্রনাম পাতায় নমঃ', যার অর্থ 'শস্য উৎপাদকের সামনে মাথা নত কর এবং খামারের রক্ষকদের সামনে মাথা নত কর'। কৃষি পরাশরে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, "খাদ্যই জীবন, খাদ্যই শক্তি, খাদ্যই সকল প্রয়োজনের মাধ্যম"। কৃষক ছাড়া আমাদের দেশের অস্তিত্ব অসম্পূর্ণ, যে কারণে আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রেও কৃষকরা পূজিত হয়েছেন। কৃষি হল ভারতীয় অর্থনীতির মেরুদণ্ড এবং কৃষকরা এর আত্মা। আমাদের সংস্কৃতি ও পরম্পরায়, কৃষকদের সেবা করা ভগবানের উপাসনার সমতুল্য। প্রধানমন্ত্রী মোদীজির দীর্ঘমেয়াদী, সার্বিক, সর্বব্যাপী, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং উন্নয়নের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আজ ভারত এবং আমাদের কৃষিক্ষেত্র অবিরাম এগিয়ে চলেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে স্বাধীন ভারতের এই স্বর্ণযুগে আমাদের কৃষক ভাই-বোনেরাও স্বনির্ভর এবং সমৃদ্ধ হয়ে উঠবেন। আর আমাদের দেশের শস্যভাণ্ডারগুলো প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধিতে ভরে উঠতে থাকবে।

(লেখক ভারত সরকারের কৃষি, কৃষক কল্যাণ ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী)

তীব্র গরমের সময় কী খাবেন ও কী খাবেন না?

এ বছরের অবস্থাও গতবারের চেয়ে খুব বেশি আলাদা কিছু না। উষ্ণতম মাস হিসেবে পরিচিত এপ্রিল শেষ হতে এখনও ১০ দিন বাকি। কিন্তু এর মাঝেই তীব্র গরমে মানুষ কাহিল হয়ে পড়েছে।

আগামী তিন দিন তাপমাত্রা বাড়তে পারে বলে দেশের বিভিন্ন জেলা ও অঞ্চলে হিট অ্যালার্ট বা আবহাওয়ার সতর্কবার্তাও জারি করেছে আবহাওয়া অফিস।

সেইসাথে, গণমাধ্যমে প্রায় প্রতিদিন-ই খবর আসছে যে দেশজুড়ে ডায়রিয়ার প্রকোপ বেড়েই চলেছে। তবে বছরের এই সময়ে ডায়রিয়া আসলে কেন হয়? ডায়রিয়ার মূল কারণ কিন্তু খাবারে গণ্ডগোল।

তাই, এমন পরিস্থিতিতে ডায়রিয়ার মতো অসুখ এড়াতে এবং নিজেদেরকে সুস্থ রাখতে খাবার-দাবারে যেসব সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন বলে জানাচ্ছেন চিকিৎসকরা।

যেসব কম খাওয়া উচিত

কিছু খাবার আছে, যেগুলো খেলে শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে গরম অনুভূত হতে পারে। ল্যাবএইড হাসপাতালের পুষ্টিবিদ সামিয়া তাসনিম তেমনই কিছু খাবার সম্বন্ধে জানিয়েছেন।

মশলাজাতীয় খাবার: বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ মশলা জাতীয় খাবার খেতে পছন্দ করলেও গরমের সময় 'ভুনা মাছ বা মাংস' খাওয়া এড়াতে হবে। কারণ এ ধরণের খাবার হজম করতে বেশি সময় লাগে। শরীরে বিপাক প্রক্রিয়া যদি বেশি সময় ধরে চলে, তখন গরম লাগতে শুরু করে।

ডিম: শরীরে প্রোটিনের চাহিদা মেটানোর অন্যতম মাধ্যম ডিম। কিন্তু গরমের সময় ডিম খেলে অনেকের সমস্যা হতে পারে। সেক্ষেত্রে যাদের শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি, কিংবা উচ্চ রক্তচাপ আছে, তাহলে তারা চাইলে ডিম এড়িয়ে চলতে পারে। ডিমের পরিবর্তে প্রোটিনের চাহিদা মেটাতে তারা তাদের খাদ্যতালিকায় নিয়মিত মাছ কিংবা মুরগির মাংস রাখতে পারেন।

আইসক্রিম ও কোমল পানীয়: অনেকে মনে করেন, আইসক্রিম ও ঠাণ্ডা বোতলজাত কোমল পানীয় খেলে গরম কম লাগবে। কিন্তু এগুলো খেলে শরীরে জলশূন্যতা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেজন্যই আইসক্রিম কিংবা কোমল পানীয় খাওয়ার পরপর তৃষ্ণার্ত বোধ করে মানুষ।

ফাস্টফুড: ফাস্টফুড নিয়ে বছরের পর বছর ধরে বহু আলোচনা-সমালোচনা চললেও মানুষ বার্গার, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, ফ্রায়েড চিকেন, পিৎজা ইত্যাদি হরহামেশা খাচ্ছে। কিন্তু গরমের সময়ে তো বটেও, সাধারণ সময়ে এগুলো খাওয়া উচিৎ নয়। কারণ এসব খাবারে প্রচুর পরিমাণ শর্করা ও চর্বি থাকায় হজম করতে সময় লাগে। ফলে, এগুলো রক্তচাপকে প্রভাবিত করে, প্রদাহ বাড়ায়।

ডুবো তেলে ভাজা খাবার: ডুবো তেলে ভাজা খাবার ও অতিরিক্ত তেলেভাজা খাবার মুখরোচক হলেও তা শরীরের জন্য মোটেও ভালো না। এ ধরনের খাবার গরমে এড়িয়ে চলতে হবে। ভাজা-পোড়া জাতীয় খাবার শরীরে জলের ঘাটতি তৈরি করে।

চা-কফি: শীতকালে শরীর গরম রাখার জন্য অনেকে চা-কফি পান করেন। তাহলে যে চা-কফি শীতকালে শরীর গরম রাখতে সাহায্য করে, তা নিশ্চয়ই গরমকালেও একই ভূমিকা পালন করবে। তাই, গরমকালে অতিরিক্ত চা-কফি পান করা উচিৎ নয়। কারণ চা বা কফির ক্যাফেইন দেহকে পানিশূন্য করে ফেলে এবং শরীরের তাপমাত্রা বাড়িয়ে তোলে।

দুগ্ধজাতীয় খাবার: গরমকালে দুধ জাতীয় খাবার, যেমন মেয়োনেজ বা বিভিন্ন শেক খাওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। কারণ গরমের সময় এ জাতীয় খাবারে ব্যাকটেরিয়া দ্রুত হয়।

স্টেক: অনেকেই রেস্টুরেন্টে গিয়ে স্টেক খেতে পছন্দ করেন। কিন্তু স্টেক যদি সম্পূর্ণরূপে রান্না করা না হয়, তাহলে তার মাঝে ব্যাকটেরিয়া থেকে যেতে পারে। তাই, এক্ষেত্রে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

তেল-চর্বি জাতীয় খাবার: গরুর মাংস, হাঁসের মাংস, খাসির মাংস কার না পছন্দ? কিন্তু গরমের সময় এগুলো এড়িয়ে চলা উচিৎ। কারণ এতে প্রচুর পরিমাণে চর্বি থাকে। সেইসাথেত। সুস্থ থাকার জন্য পোলাও, বিরিয়ানি, তেহারি ইত্যাদি তেলযুক্ত খাবারকেও না বলা উচিৎ।

অতিরিক্ত চিনি ও লবণ: চিনি ও লবণ, এ দু'টো জিনিস এমনিতেই শরীরের জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু গরমের সময় সেই ক্ষতির মাত্রাটা আরও বেশি হয়ে দাঁড়ায়। এসময় অতিরিক্ত চিনি ও লবণ খেলে শরীরে অস্বস্তি হতে পারে। তাই, গরমে প্যাকেট জাতীয় খাবার বা প্রসেসড ফুড খাওয়া একদমই উচিৎ না।

গরমে যেগুলো খাওয়া যেতে পারে

গরমে 'যেসব খাবার খাওয়া যাবে', এমন খাবার সম্বন্ধেও জানিয়েছেন মিজ তাসনিম। তিনি বলেন

কম মশলা জাতীয় খাবার: মশলা জাতীয় ভারী খাবার খেতে ভালো লাগলেও গরমের সময় কম মশলা জাতীয় খাবারের ওপর জোর দিতে হবে। কারণ এগুলো সহজে হজমযোগ্য।

শাক-সবজি: বাজারে এখন ঝিঙ্গা, চালকুমড়া, লাউ, চিচিঙ্গা, সজনেডাঁটা, শাকের ডাঁটা ইত্যাদি কিনতে পাওয়া যাচ্ছে। এগুলোকে যদি পাতলা ঝোল করে রান্না করে খাওয়া হয়, তাহলে এগুলো একদিকে যেমন পুষ্টির চাহিদা জোগাবে, অপরদিকে শরীরে গরম অনুভব করাবে না।

পাতলা স্যুপ: স্যুপকে অনেকে মজা করে রোগীর খাবার বলে থাকেন। কিন্তু গরমের সময় একদম 'ক্লিয়ার ভেজিটেবল' স্যুপ (পাতলা করে সবজি স্যুপ) খেলে তা শরীরের জন্য উপকারী।

নিরাপদ জল: গরমে নিরাপদ জল পানের কোনও বিকল্প নেই। কারণ গরমের সময় ঘাম ও প্রস্রাবের সাথে শরীর থেকে সোডিয়াম, পটাশিয়াম বের হয়ে যায়। একজন সুস্থ মানুষের প্রতিদিন তিন থেকে সাড়ে তিন লিটার বা ১২ থেকে ১৩ গ্লাস জল পান করা উচিৎ।

ডাবের জল: শরীরে জলের ঘাটতি পূরণ করতে এবং ইলেকট্রলাইটের ভারসাম্য বজায় রাখতে ডাবের পানি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষের পক্ষেই প্রতিদিন ডাব কিনে খাওয়া প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার। সেক্ষেত্রে তারা বিকল্প হিসেবে স্যালাইন জল খেতে পারেন।

লেবু জল: গরমের সময় লেবুর শরবত পান করলে তা শরীরের ক্লান্তি দূর করবে। সেক্ষেত্রে একদম সাধারণ পানিতে লেবুর রস মিশিয়ে পান করা যেতে পারে। তবে যাদের হাইপারটেনশন বা উচ্চ রক্তচাপ নেই, তারা স্বাদের জন্য সামান্য লবণও ব্যবহার করতে পারেন।

ফলমূল: গরমে শরীরের জলের চাহিদা পূরণ করার জন্য ফলমূল খাওয়া উচিৎ। স্ট্রবেরি, শশা, জাম ইত্যাদি খাওয়া যেতে পারে। তবে বাংলাদেশের বাজারে এই সময়ে তরমুজে ভরপুর থাকে। তাই, গরমের ফল হিসেবে তরমুজ খাওয়া যেতে পারে। কারণ তরমুজে ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ পানি থাকে।

কাঁচা আমের শরবত: কাঁচা আমের মাঝে ভিটামিন-সি থাকে। কাঁচা আমের সাথে মরিচ যুক্ত না করে যদি এটিকে শরবত হিসেবে খাওয়া যায়, তাহলে গরম কম অনুভব হতে পারে।

টক দই: পাকস্থলীকে সুস্থ রাখার জন্য প্রতিদিন টকদই খাওয়া যেতে পারে। টক দই খালিও খাওয়া যায়, আবার টকদইকে জল দিয়ে গুলিয়েও খাওয়া যায়। অথবা, টক দইয়ের সাথে শশাও খাওয়া যেতে পারে।

ডিটক্স ওয়াটার: গরমের সময় ভারী খাওয়ার পর ডিটক্স খাবার খাওয়া যেতে পারে। ডিটক্স ওয়াটার হলো- জল, লেবুর রস, শশা, গাজর, পুদিনা ইত্যাদির রসের সমন্বয়ে তৈরি একধরনের পানীয়।

খাবার সংরক্ষণে সতর্কতা "গরমের সময় চারপাশে এত বেশি তাপমাত্রা থাকে, যে খাবারগুলোতে সহজেই ব্যাকটেরিয়া হতে পারে। তবে খাবার একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রার মাঝে থাকলে ব্যাকটেরিয়া জন্মায় না। তাপমাত্রা লিমিট ক্রস করলেই ব্যাকটেরিয়া হয়," বলছিলেন মিজ তাসনিম।ণ্ড; তিনি আরও বলেন, "দেখা গেল, সকালে একটা খাবার রান্না করেছি। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা বাদে তাপমাত্রা বেড়ে গেলে। তখন ব্যাকটেরিয়া হয়। দেখে মনে হবে ফ্রেশ, কিন্তু ভেতরে ব্যাকটেরিয়া।" তাপমাত্রা পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে থাকলে ও ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে গেলে খাবারে ব্যাকটেরিয়া জন্ম নেয় না বলে তিনি উল্লেখ করেন। এক্ষেত্রে তার পরামর্শ হল, গরমের সময় খাবার সঠিকভাবে ফ্রিজে সংরক্ষণ করতে হবে এবং বাসী খাবার একদমই খাওয়া যাবে না। এমনকি খাবার বারবার গরম করার ব্যাপারেও তিনি নিরুৎসাহিত করেন।

এছাড়া, সবসময় ফ্রিজে খাবার রাখে মানেই যে তা 'নিরাপদ', এমন না। বছরের এই সময়ে বারবার লোডশেডিং হয়, তাই ফ্রিজের খাবারেও ব্যাকটেরিয়া জন্ম নিতে পারে।

তিনি বলেন, ফ্রিজের টেম্পারেচার ঠিকঠাক রাখতে হবে এবং খাবার বাইরে ফেলে রাখা যাবে না। তবে

ফ্রিজে অনেকদিন খাবার রাখলে তার পুষ্টিগুণ আবার কমে যেতে পারে। তাই, বড়জোর দুইদিন ফ্রিজে খাবার রেখে তা খেতে পারি আমরা। তারপর আবার নতুন করে রাঁধতে হবে।

তবে ফ্রিজ থেকে বের করা খাবার সঙ্গে সঙ্গে খাওয়া যাবে না। খাবার বের করার পর তা কিছুক্ষণ স্বাভাবিক তাপে রেখে দিয়ে গরম করতে হবে। আবার খাবার গরম করার পরও তা সঙ্গে সঙ্গে না খেয়ে স্বাভাবিক তাপমাত্রা রেখে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

ডায়রিয়া এড়াতে করণীয়

বাংলাদেশে প্রতি বছরই গ্রীষ্মকালে ডায়রিয়ার প্রকোপ দেখা দেয়। এবছরও তা শুরু হয়ে গেছে।

কিন্তু গরমের সময় ডায়রিয়া এড়াতে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খাওয়ার পাশাপাশি "একসাথে ভরপেট না খেয়ে কিছুটা বিরতি দিয়ে" খাবার খাওয়ার পরামর্শ দেন মিজ তাসনিম।

তিনি বলেন, "দুধ ও ভাতে যে ব্যাকটেরিয়া হয়, তা ভয়ংকর ডায়রিয়া তৈরি করতে পারে। তাই এগুলো ফ্রিজ থেকে বের করে গরম করে নরমাল টেম্পারেচারে এনে খেতে হবে। খাওয়ার পর আবার ফ্রিজে।"

এছাড়া, মাছি ডায়ারিয়ার সংক্রমণ ছড়াতে খুব বড় ভূমিকা পালন করে। সেজন্যে সবসময় সব খাবার ঢেকে রাখতে হবে। রাস্তার খাবার, যেমন- ফুচকা, চটপটি, লেবুর শরবত খেতেও বারণ করেন তিনি।

"আমরা বলি যে ফুচকা, চটপটির মতো বাইরের খাবার খাবেন না। কারণ এগুলো বিক্রির সময় তারা তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তাই, এসব খাবারে ব্যাকটেরিয়া জন্মায় সহজেই।"

এছাড়া, ডায়রিয়া প্রতিরোধে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো হচ্ছে- খাবার প্রস্তুত, স্পর্শ করা, পরিবেশন করা ও খাবার খাওয়ার আগে, টয়লেট থেকে বের হয়ে, বাইরে থেকে ফিরে এসে হাত ধুয়ে নেয়া। কারণ হাত দিয়েই মানুষ সবকিছু স্পর্শ করে এবং সবচেয়ে বেশি জীবাণু বহন করে। ডায়রিয়ার জীবাণু ছড়ানোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম হচ্ছে জল। তাই, যে পানিই আপনি জল করবেন, তা যেন বিশুদ্ধ জল হয়।

গ্যাস-অম্বলের সমস্যা অনেকেরই রোজের জীবনের সঙ্গে জুড়ে আছে

গ্যাস- অম্বলের সমস্যা অনেকেরই রোজের জীবনের সঙ্গে জুড়ে আছে। সব সময় বাইরের খাবার খাওয়ার দরকার পড়ে না, ঘরে তৈরি ভাত- ডাল-রুটি খেয়েও হজমের গোলমাল হতে পারে। গ্যাস-অম্বল, পেট ফাঁপার সমস্যা হলেই ভরসা অ্যান্টাসিড। কয়েক মুহূর্তেই স্বস্তি মেলে। তবে রোজ রোজ এই ধরনের গ্যাসের ওষুধ খাওয়া একেবারেই ভাল নয়।

তা হলে উপায়? সুস্থ থাকার হদিস দিচ্ছেন অভিনেত্রী শিল্পা শেট্টি।

ঘরোয়া টোটকায় বরাবরই ভরসা রাখেন শিল্পা। শরীরচর্চা আর ডায়েট করার পাশাপাশি ওজন কমানোর ক্ষেত্রে হজমক্ষমতা শক্তিশালী হওয়া জরুরি। হজম ঠিকঠাক না হলে শত চেষ্টা করেও রোগা হওয়া সম্ভব নয়। তাই সে দিকেও শিল্পার কড়া নজর। হজমশক্তি এবং প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নত করতে শিল্পা নিয়ম করে খান সেই বিশেষ পানীয়। শিল্পার মতো ফিট থাকতে চাইলে আপনিও বাড়িতে বানিয়ে নিতে পারেন এই পানীয়। কিন্তু কী ভাবে? লেবু, আদার টুকরো, হলুদ গুঁড়ো, ১ চামচ মধু, দারচিনি এবং অল্প নুন এগুলি দিয়েই তৈরি করে নিতে পারেন সেই পানীয়। দু'কাপ জলের সঙ্গে গোল করে কাটা লেবু, আদা, হলুদ, মধু, এবং এক চিমটে নুন মিশিয়ে ফুটিয়ে নিন। খালি পেটে নিয়ম করে এই পানীয় খেতে পারেন। দারুণ উপকার মিলবে। মধু এবং হলুদের রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট উপাদান। সেই সঙ্গে আদা এবং লেবু প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে। সংক্রমণের ঝুঁকি কমাতে শিল্পা নিজেও তাই এই পানীয় খান।

মহিলাদের জন্য কেন উপকারী ম্যাগনেশিয়াম?

শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে চাইলে ম্যাগনেশিয়াম সমৃদ্ধ খাবার খেতেই হবে। ক্লান্তি কমানো, খিদে না হওয়া, কম ঘুমের মতো সমস্যা মিটবে ম্যাগনেশিয়ামেই। মহিলাদের জন্য ম্যাগনেশিয়াম খুবই জরুরি। এখন এত বেশি বাইরের খাবার খাওয়ার ঝোঁক বেড়েছে, যে ভাজাভুজি, প্রক্রিয়াজাত খাবারেই অভ্যস্ত হয়ে পড়ছেন কমবয়সিরা। এইসব খাবার থেকে প্রয়োজনীয় প্রোটিন, ভিটামিন, খনিজ তো আসছেই না, উল্টে কোলেস্টেরল, ট্রাইগ্লিসারাইড চড়চড় করে বেড়ে যাচ্ছে। বয়স ত্রিশ পার হলে মহিলাদের শরীরে বিভিন্ন রকম খনিজ উপাদানের ঘাটতি হতে থাকে, হাড় দুর্বল হয়ে যেতে থাকে, শরীরে ক্লান্তিভাব বাড়ে। ঋতুবন্ধের সময় যত এগিয়ে আসে ততই হরমোনের ওঠানামায় শরীরে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে থাকে। তাই এই সময়ে এমন খাবার খেতে হবে যাতে ভরপুর মাত্রায় ম্যাগনেশিয়াম আছে। কেন জরুরি ম্যাগনেশিয়াম? ১) ঋতুস্রাবের সময়ে তলপেটে যন্ত্রণায় ভোগেন অনেক মহিলাই। ঋতুস্রাব জনিত কারণে শারীরিক ক্লান্তি, ঘন ঘন মেজাজ বদলে যাওয়ার সমস্যাও দেখা দেয়। ম্যাগনেশিয়াম এইসব সমস্যা দূরে রাখতে পারে।

২) চল্লিশের পর থেকে অনেক মহিলারই অনিদ্রার সমস্যা দেখা দেয়। দৈনন্দিন জীবনযাপনে উদ্বেগ, দুশ্চিন্তাও বাড়ে। তাই এই সময়েই জরুরি ম্যাগনেশিয়াম। সঠিক মাত্রায় ম্যাগনেসিয়াম মেলাটোনিন তৈরি করে যাতে ঘুম ভাল হয়।

৩) হাড়ের স্বাস্থ্য ভাল রাখে ম্যাগনেশিয়াম। হাড়ের ক্ষয় রোধ করে। রোজের পাতে ম্যাগনেশিয়াম সমৃদ্ধ খাবার রাখলে বাতের ব্যথাবেদনা, গাঁটে গাঁটে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

৪) ম্যাগনেসিয়ামের অভাবে শরীরে প্রদাহজনিত সমস্যা দূর করে। ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতেও এর ভূমিকা আছে।

৫) হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে ম্যাগনেশিয়াম। কোন কোন খাবার থেকে পাবেন?

জোয়ারের তৈরি রুটিতে ভরপুর ম্যাগনেশিয়াম থাকে। পিনাট বাটার, ওট, পালং শাক, মটরশুঁটি, ঢেঁড়শ খেলে এর ঘাটতি মিটতে পারে।

ব্রোকোলিতেও থাকে প্রচুর পরিমাণে ম্যাগনেশিয়াম ও অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট। অঙ্কুরিত ছোলা খেতে পারেন, এতেও থাকে ম্যাগনেশিয়াম।

কাঠবাদামেও কিন্তু ম্যাগনেশিয়ামের মাত্রা বেশি। রোজ দুটি করে ভেজানো কাঠবাদাম খেলেও উপকার পাবেন।

মঙ্গলবার কংগ্রেসের উদ্যোগে রাজীব গান্ধীর জন্মজয়ন্তি পালিত হয়।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকাশ্য সমালোচনা করলেন তসলিমা নাসরিন

কলকাতা, ২০ আগস্ট (হি.স.): "তিনি আমার বিশাল অর্থনৈতিক ক্ষতি করেছেন।" এই কথায় সামাজিক মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকাশ্য বিরোধিতা করলেন নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন।

মঙ্গলবার তসলিমা সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, "আমার অতি সাধারণ কোনও মন্তব্যকে মিডিয়া বলে "বিস্ফোরক মন্তব্য"। হাসিনা আর মমতাকে নিয়ে আমার এক লাইনের একটি মন্তব্য নিয়ে মিডিয়া বলছে "মমতার পাশে তসলিমা"।

কী ছিল সেই মন্তব্য? হাসিনা যেহেতু ভোটে জিতে ক্ষমতায় বসেননি, তাঁকে পদচ্যুত করা যত সহজ, মমতা যেহেতু ভোটে জিতে ক্ষমতায় বসেছেন, তাঁকে পদচ্যুত করা তত সহজ হবে না। দূর থেকে করা আমার এই মতের সঙ্গে মমতার পাশে থাকার কোনও সম্পর্ক নেই। ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে আমার পছন্দ করার কোনও কারণ নেই।

তিনি আমার বিশাল অর্থনৈতিক ক্ষতি করেছেন। "দুঃসহবাস" নামে আমার লেখা একটি মেগা সিরিয়াল মহাসমারোহে শুরু হওয়ার কয়েকদিন আগে তিনি আকাশ ৮কে হুমকি দিয়ে চিরকালের জন্য এর প্রচার বন্ধ করে দিয়েছেন, পুলিশ পাঠিয়ে দুঃসহবাসের সমস্ত বিজ্ঞাপন খুলে নিয়েছেন। মেগা সিরিয়ালটি হয়তো বছরের পর বছর চলতো, আর আমি হাতে নিয়মিত পেতাম আমার জীবিকা নির্বাহের অর্থকড়ি। কিন্তু তিনি তা হতে দেননি।"

একটি বেসরকারি চ্যানেলের নামোল্লেখ করে তসলিমা জানিয়েছেন, তাদেরও কম ক্ষতি করেননি, মেগাসিরিয়ালটির প্রায় ১০০ এপিসোডের স্যুটিং করে রেখেছিল চ্যানেলটি, তাদের সব টাকা জলে গেল। সে মমতা বন্দোপাধ্যায়ের কারণেই। তিনি আমার এবং ওই চ্যানেলের এমন বড় সর্বনাশ করেছিলেন কিছু ইসলামী মৌলবাদীকে খুশি করার জন্য। আর কোনও কারণ নেই।

তসলিমা লিখেছেন, "মমতা বন্দোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার পরই পশ্চিমবঙ্গের দরজা আমার জন্য একেবারেই বন্ধ করে দিয়েছেন। ভারতবর্ষের ভিসা আমার হাতে, আমি ভারতের যে কোনও রাজ্যেই ভ্রমণ করতে পারি, শুধু পশ্চিমবঙ্গে ছাড়া। যে কলকাতার জন্য আমি প্রাণের টানে ইউরোপের বাস ত্যাগ করে এসেছি, সেই কলকাতায় আমি ২০০৭ এর নভেম্বর মাসের পর থেকে পা রাখতে পারি না। বিভিন্ন সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারি না।

মমতা বন্দোপাধ্যায়কে অনেকগুলো খোলা চিঠি লেখার পরেও তিনি ভ্রুক্ষেপ করেননি। তাঁর ঔদ্ধত্য এবং অহংকার সীমাহীন, একজন নির্বাসিত নিরীহ বাঙালি লেখকের জন্য নারী হয়ে বাঙালি হয়ে তাঁর সামান্য বিবেচনাবোধ, সামান্য সহানুভূতি বা সহমর্মিতা নেই। সিপিএমের কিছুই তিনি মানেন না, কিন্তু সিপিএমের অমানবিক তসলিমা বিতাড়ন তিনি খুব মানেন।

যেহেতু তিনি আমার মস্ত ক্ষতি করেছেন, তাই বলে দড়ি ধরে মারো টান বলে আমি তাঁকে ক্ষমতা থেকে টেনে নামাবো, এমন তো প্রশ্নই ওঠে না। গত কয়েকদিন থেকে ইসলামী ফ্যাসিস্টরা যেভাবে বাংলাদেশের ক্ষমতায় আরোহণ করছে, তা প্রত্যক্ষ করায় এবং তার প্রতিবাদ করায় আমি ব্যস্ত। আওয়ামী ফ্যাসিবাদকে সরিয়ে ইসলামি ফ্যাসিবাদ আসছে, নারীর জীবন দুর্বিষহ করার জন্য আর তো কিছুর দরকার নেই।

পশ্চিমবঙ্গে নারী নির্য্যাতনের বিরুদ্ধে, এবং নারীর নিরাপত্তার জন্য যে আন্দোলন চলছে, সেটি, আমি সশরীরে উপস্থিত না থেকেও যে ১০০ ভাগ সমর্থন করছি, তা বলাই বাহুল্য। চার দশকের বেশি তো নারীর সমানাধিকারের জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লড়াই করছি। এ তো কোনও অজানা তথ্য নয়।"

রাজীব গান্ধীর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট (হি.স.): মঙ্গলবার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর জন্মবার্ষিকী। সেই উপলক্ষ্যে এক্স হ্যান্ডেলে রাজীব গান্ধীকে শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রসঙ্গত এবছর রাজীব গান্ধীর ৮০তম জন্মবার্ষিকী।

উল্লেখ্য, রাজীব গান্ধীর জন্ম ১৯৪৪ সালের ২০ আগস্ট। রাজীব গান্ধী কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন ১৯৮৪ সালে। মা ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের পর নেতৃত্ব তুলে দেওয়া হয় রাজীব গান্ধীর উপরে। ওই বছরেই তিনি দেশের নবীনতম প্রধানমন্ত্রী পদে বসেন। ১৯৮৯ সালের ২ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৯১ সালের ২১ মে তামিলনাড়ুর শ্রীপেরামবুদুরে একটি নির্বাচনী জনসভায় লিবারেশন টাইগার্স অফ তামিল ইলম (এলটিটিই)—র জঙ্গিরা নৃশংসভাবে হত্যা করে রাজীব গান্ধীকে।

পোল্যান্ড যাচ্ছেন নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট (হি.স.): দুদিনের সফরে বুধবার পোল্যান্ডে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ৪৫ বছর পর ভারতের কোনও প্রধানমন্ত্রী পোল্যান্ডে পা রাখবেন। এমনটাই জানানো হয়েছে বিদেশ মন্ত্রকের তরফে। বুধ ও বৃহস্পতিবার পোল্যান্ড সফর সেরে নরেন্দ্র মোদী যাবেন যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনে।

উল্লেখ্য, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদামির পুতিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়েও কীভাবে তাদের বিপক্ষ দেশ ইউক্রেনের পাশে থাকার বার্তা দেন নরেন্দ্র মোদী, সেদিকেই নজর থাকবে আন্তর্জাতিক মহলে, এমনটাই বক্তব্য ওয়াকিবহাল মহলের। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই ভ্লাদামির পুতিন রাশিয়ার অন্যতম সর্বোচ্চ পুরস্কার দিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদীকে।

জম্মু ও কাশ্মীরে ভূমিকম্প, কম্পনের মাত্রা ৪.৯

শ্রীনগর, ২০ আগস্ট (হি.স.): ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল উপত্যকা। মঙ্গলবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীরে কম্পন অনুভূত হয়। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকালে জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লায় ৪.৯ মাত্রার কম্পন অনুভূত হয়।

জানা যাচ্ছে, কম্পনের মাত্রা খুব বেশি না হলেও হঠাৎ কম্পনে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন বারামুল্লার বাসিন্দারা। ঘরের আসবাবপত্র কাঁপতে শুরু করলে আতঙ্কে বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন বাসিন্দারা। তবে এখনও পর্য্যন্ত কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

আর জি করে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের আদেশকে স্বাগত ডঃ ইন্দ্রনীলের

কলকাতা, ২০ আগস্ট (হি.স.): আর জি করে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের আদেশকেস্বাগত জানালেন ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি ডঃ ইন্দ্রনীল খান।

মঙ্গলবার দুপুরে তিনি এক্স বার্তায় লিখেছেন, "আর জি কর মেডিকেল কলেজের নিরাপত্তার জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার জন্য মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের আদেশকে স্বাগত জানাই। অভয়ার নৃশংস হত্যাকাণ্ড এবং ১৪-১৫ আগস্ট রাতে ঘটে যাওয়া ভিড় ভাঙচুরের পরে চিকিৎসক, নার্স এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা কর্মীরা রাজ্য পুলিশের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন।"

প্রসঙ্গত, তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ-হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে 'মেয়েদের রাত দখল' অভিযানের মাঝেই হামলার ঘটনা ঘটে গিয়েছে আর জি কর হাসপাতালে। পুলিশি নিরাপত্তার ফাঁক হলে প্রায় শতাধিক হামলাকারীর ওই তাণ্ডব তুলে দিয়েছে বহু প্রশ্ন। তদন্তের মাঝে কেন এমন হামলা? কারাই বা রয়েছে নেপথ্যে? উদ্দেশ্য কী ছিল? এ সবের উত্তর চাইছে আমজনতা।

বুধবার উসেইন বোল্টের জন্মদিন

জামাইকা, ২০ আগস্ট (হি.স.): উসেইন সেন্ট লিও বোল্ট। ২১ আগস্ট, ১৯৮৬ সালে জন্ম জামাইকায়। তিনি একজন বিশ্বখ্যাত দৌড়বিদ। তিনি পাঁচবার বিশ্বরেকর্ড গড়েন। এছাড়াও, তিনবার অলিম্পিক স্বর্ণপদক লাভ করেন। তিনি ১০০ মিটার, ২০০ মিটার এবং দলীয় সঙ্গীদেরকে নিয়ে ৪শ্র১০০ মিটার রিলে দৌড়ে বিশ্বরেকর্ড ও অলিম্পিক রেকর্ডের অধিকারী। তিনি এ তিনটি বিষয়ে অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন এবং বিশ্বের ৭ম দৌড়বিদ হিসেবে যুব, জুনিয়র এবং সিনিয়র বিভাগের অ্যাথলেটিক ইভেন্টের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ জয় করেন।

বিশ্বের ক্রীড়াপ্রেমী ব্যক্তিবর্গ পৃথিবীর সর্বকালের দ্রুততম মানব হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তাঁকে। তিনি ১০০ মিটার দৌড় ৯.৫৮ সেকেণ্ডে এবং ২০০ মিটার দৌড় ১৯.১৯ সেকেণ্ডে শেষ করেন। বোল্ট নিজের করা বিশ্বরেকর্ড ২০১০ সালে ভেঙে ফেলেন। তিনি ২০১২ সালের লন্ডন অলিম্পিক গেমসে অংশগ্রহণ করেছেন। ২০১৬ সালের রিও অলিম্পিকে ৯ টি সোনা জয় করেন তিনি ।

অ্যাথলেটিকে বোল্টের এই অবিস্মরণীয় সাফল্যের জন্য ২০০৯ ও ২০১০ সালে তিনি লরিয়াস বছরের সেরা বিশ্ব খেলোয়াড় পুরস্কার লাভ করেন। **আইএএএফ বছরের সেরা বিশ্ব অ্যাথলিট: ২০০৮-২০০৯**বছরের সেরা ট্র্যাক এন্ড ফিল্ড অ্যাথলিট: ২০০৮-২০০৯**লরিয়াস বছরের সেরা বিশ্ব খেলোয়াড় পুরস্কার: ২০০৯-২০১০**বিবিসি বহিঃর্বিশ্ব বছরের সেরা ক্রীড়াব্যক্তিত্ব: ২০০৮-২০০৯।

রাজ্য সরকারের কড়া সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান

কলকাতা, ২০ আগস্ট (হি. স.): আর জি কর হাসপাতালে নিরাপত্তার প্রশ্নে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বুধবার কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে যোগদানের ফাঁকে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানান, এই রাজ্যের মা মাটি মানুষ সরকার ভোটে গণতান্ত্রিকভাবে জিতেছে। অথচ আর জি কর হাসপাতালের মর্মান্তিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করেছে। সংবেদনশীল ভূমিকা নেই বর্তমান সরকারের। তাদের সদিচ্ছা নেই। প্রতি পদে তা প্রমাণিত। এই নৃশংস ঘটনা ধামাচাপা দিতেই বরং তৎপর রাজ্য সরকার। দেশজুড়ে এখন শিশুরাও প্রশ্ন তুলেছে ভয়ঙ্কর ঘটনা। এই মুহূর্তে একজন সিভিক পুলিশ ধৃত। সে আবার কলকাতা পুলিশের কর্মী।

নিউটাউনে পর্যালোচনা বৈঠকে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী

কলকাতা, ২০ আগস্ট (হি. স.): মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের একাধিক কর্মসূচি রয়েছে কলকাতায়। উচ্চ শিক্ষা দফতরের পর্যালোচনা বৈঠক রয়েছে কলকাতায়। আই আই টি খড়্গপুর রিসার্চ পার্ক ফাউন্ডেশন, নিউটাউনের ক্যাম্পাসে এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক।মোট ৯টি প্রতিষ্ঠানের বর্তমান কার্যকলাপ ব্যাখা করবেন সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা। জানা গেছে, অনুষ্ঠানের শুরুতে এক পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন হবে মন্ত্রীর উপস্থিতিতে। এছাড়াও এই বৈঠকে উপস্থিত কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার—ও।

"পশ্চিমবঙ্গে প্রতিটি পাড়া-মহল্লায় এমন ঘটনা ঘটছে", তোপ দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ২০ আগস্ট (হি.স.): "পশ্চিমবঙ্গে ধর্ষণ নতুন ঘটনা নয়। এ রাজ্যের প্রতিটি পাড়া-মহল্লায় এমন ঘটনা ঘটছে।" মঙ্গলবারসামাজিক মাধ্যমে এভাবেই কটাক্ষ করলেন রাজ্য বিজেপি-র প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

এক্স হ্যান্ডলে তিনি লিখেছেন, "৭ বছরের মেয়ে থেকে শুরু করে ৭০ বছরের বৃদ্ধা সবাই নির্য্যাতনের শিকার। দোষীদের শাস্তি হচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, তিনি দোষীদের ফাঁসি চান। কিন্তু পার্ক স্ট্রিট থেকে কামদুনি পর্য্যন্ত কোথাও অপরাধীদের শাস্তি হয়নি। বগটুইয়ে (বীরভূম), ৮ জন মহিলা ও শিশুকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল, কিন্তু তারাও রাজ্য সরকারের কাছ থেকে বিচার পায়নি।"

জলপাইগুড়িতে নিখোঁজ বৃদ্ধের দেহ উদ্ধার পুকুর থেকে

জলপাইগুড়ি, ২০ আগস্ট (হি.স.) : জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোমস্তাপাড়ে অবস্থিত পুকুর থেকে দুই দিন ধরে নিখোঁজ এক বৃদ্ধের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নিহত বৃদ্ধের নাম নিতাই রায় (৭৫)। তিনি পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ডেঙ্গুয়াঝাড় বাজার সংলগ্ন সুন্দরপাড়ের বাসিন্দা ছিলেন। মঙ্গলবার পুকুর থেকে বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, রবিবার থেকে নিতাই রায় নিখোঁজ ছিলেন। পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পায়নি। এদিন সকালে গোমস্তাপাড়ে পুকুরে এক ব্যক্তির দেহ দেখতে পান কয়েকজন। ঘটনার খবর পেয়ে নিতাইয়ের পরিবারের সদস্যরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ শনাক্ত করেন। খবর পেয়ে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশও ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে পাঠায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কোতোয়ালি থানার পুলিশ।

আর জি করের ছাত্রী মৃত্যুর ঘটনায় উত্তপ্ত বঙ্গ, রাজ্যপালের উদ্যোগে মোবাইল কন্টোল রুম চালু

কলকাতা, ২০ আগস্ট (হি.স.) : আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের দ্বিতীয় বর্ষের পিজিটি মহিলা চিকিৎসকের রহস্যজনক মৃত্যু এবং ধর্ষণের অভিযোগ ঘিরে উত্তপ্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডঃ সি. ভি. আনন্দ বোস মোবাইল কন্টোল রুম চালু করেছেন। রাজ্যপালের তত্ত্বাবধানে এই মোবাইল কন্টোল রুম চালু করা হয়েছে, যেখানে সাধারণ মানুষ তাঁদের বক্তব্য বা অভিযোগ জানাতে পারবেন। মোবাইল কন্টোল রুমের জন্য দুটি হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে: ০৩৩২২০০১৬৪১ এবং ৯২৮৯০ ১০৬৮২।

মোবাইল কন্টোল রুম থেকে প্রথম ফোনটি করা হয় মৃত চিকিৎসকের পিতাকে। রাজ্যপাল নিজে ফোন করে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন, এবং তাঁকে সব ধরনের সহায়তা ও সান্ত্বনা দেওয়ার আশ্বাস দেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যে রাজ্যপালের এই পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। রাজ্য প্রশাসনও বিষয়টি নিয়ে বিশেষ নজরদারি করছে এবং তদন্ত চলছে।

আর জি কর হাসপাতালে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন, সমর্থন সুকান্ত মজুমদারের

কলকাতা, ২০ আগস্ট (হি. স.): কলকাতার আর জি কর হাসপাতালে নিরাপত্তার প্রশ্নে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন প্রসঙ্গে দেশের শীর্ষ আদালতের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। এক প্রতিক্রিয়ায় তিনি জানান, এটাই তো কাম্য ছিল। রাজ্যের মানুষের এই সরকারের প্রতি আস্থা নেই। বিজেপির তরফে যে সমস্ত প্রশ্ন তোলা হয়েছিল, সুপ্রিম কোর্টের স্বতঃপ্রণোদিত মামলার শুনানিতে

বাঙালির আবেগের দুর্গোৎসবকে না জড়ানোর আর্জিতে তোপ নেটনাগরিকদের

কলকাতা, ২০ আগস্ট (হি.স.) : আর জি কর হাসপাতালের ঘটনায় প্রতিবাদ হিসাবে ক্লাবগুলোকে রাজ্য সরকারের অনুদান প্রত্যাখ্যানের অনুরোধ করা হয়েছিলো। ফোরাম ফর দুর্গোৎসব সেই অনুরোধের উল্টো পথে হেঁটে বিবৃতি দিয়েছে। এবার পুজোর উদ্যোক্তাদের সেই মোর্চাকে তোপ দাগলো নেটনাগরিকদের একাংশ। ফোরাম ফর দুর্গোৎসবের তরফ থেকে একটি বিবৃতি জারি করে আবেদন করা হয়েছে, আরজি কর কাণ্ডের প্রভাব যাতে দুর্গাপুজোর ওপরে না পড়ে। আর দু'মাস পরেই দুর্গাপুজো। বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব। তবে বাংলার এক মেয়ের ওপর নৃশংস অত্যাচতারের ফলে অনেকেই উৎসব পালনের বিপক্ষে সুর চড়িয়েছেন।

ফোরামের বিবৃতিতে লেখা হয়েছে, "আর জি কর হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসকের মর্মান্তিক ঘটনায় আমরা গভীর শোকাহত এবং বিপর্যস্ত। ফোরাম ফর দুর্গোৎসব অবিলম্বে যথাযথ বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করছে। সকলের কাছে অনুরোধ, দুর্গাপুজোকে তার নিজস্ব ধারায় বইতে দিন। এই নিন্দনীয় ঘটনার সঙ্গে বাঙালির আবেগের দুর্গোৎসবকে জড়িয়ে দেবেন না। মঙ্গলবার সামাজিক মাধ্যমে সেই বিবৃতি আসার পর দেবশ্রী চৌধুরী লিখেছেন, "বাহ এই তো চাই! আর কটা দিন। তারপর সবাই মেতে উঠবে শ্রীভূমির অগ্রণী জমায়েতের হিসেব চলবে...। এখনি তো 'স্ত্রী টু' দেখতে হল উপচে পড়ছে....। যার গেলো তার গেলো..। বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।"

অঞ্জন রায় লিখেছেন, "এটাই স্বাভাবিক। এই সংগঠনের পুরোটা তৃণমূল। বিকাশ ভট্টাচার্য যখন মেয়র ছিলেন, তখন কলকাতা পুরসভা রাস্তা বন্ধ করে পূজো না করার কথা বলেছিলেন। এর বিরুদ্ধে এই সংগঠনের জন্ম। সংগঠনের সবাই শাসক দলের লোক। তাই এই সময় এই ধরনের আবেদন।"ভাস্কর সেন লিখেছেন, "মেরুদণ্ডহীনদের পূজা শক্তিরূপেণ সংস্থিতা অসুরদলনী মা দুর্গা গ্রহণ করেন না।" রামময় মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "এই সিদ্ধান্তকে ধিক্কার জানাই। ডাক্তার ম্যাডামের ওপর নৃশংস অত্যাচার ও খুনের আসল দোষীদের কঠোর শাস্তি চাই। যতদিন না হবে ততদিন পর্য্যন্ত প্রতিবাদ চলবে"।অভিরূপ বেরা লিখেছেন, "শুরু হয়ে গেলো চটিচাটা, হাত পেতে ৮৫ হাজার টাকা ভিক্ষে নেওয়ার প্রতিদান।"

এবিভিপির স্বাস্থ্যভবন অভিযান ঘিরে তুলকালাম সল্টলেকে

কলকাতা, ২০ আগস্ট (হি.স.): মঙ্গলবার স্বাস্থ্যভবনে বিক্ষোভ দেখায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)। সিটি সেন্টারে জমায়েত হয়ে তাঁরা স্বাস্থ্যভবনের দিকে মিছিল করে যাওয়ার চেষ্টা করলে অশান্তি হয়। পুলিশ এবিভিপি নেতা-কর্মীদের সল্টলেকের সেক্টর ফাইভের স্বাস্থ্যভবন পর্য্যন্ত যেতে দেয়নি। প্রায় দু'কিলোমিটার আগে ইন্দিরা ভবনের অদূরে আটকে দেওয়া হয় মিছিল।

সেখানেই রাস্তায় বসে বৃষ্টির মধ্যে প্রথমে স্লোগান দিতে থাকেন এবিভিপি কর্মীরা। এর পর তাঁরা ব্যারিকেড ভেঙে এগোত শুরু করলে উত্তেজনা ছড়ায়।

এর কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হয় অশান্তি। পুলিশ জোর করে অবরোধ তুলতে গেল শুরু হয় সংঘর্ষ। ইট ছোড়াছুড়ি, লাঠি কায্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় গোটা এলাকা। বেশ কয়েক জন এবিভিপি কর্মীকে আটক করে ভ্যানে তোলে পুলিশ।

পুলিশ এবং র‍্যাফের বিরুদ্ধে শান্তি পূর্ণ সমাবেশে হামলার অভিযোগ তুলেছে এবিভিপি। এমনকি, মহিলা সমর্থকের উপর পুরুষ পুলিশ বলপ্রয়োগ করেছে বলেও অভিযোগ তোলা হয়েছে। বিদ্যার্থী পরিষদের রাজ্য সম্পাদক সঙ্গীত ভট্টাচার্য্য বলেন, "আমরা শান্তি পূর্ণ ভাবেই স্বাস্থ্যভবন অভিযান করতে চেয়েছিলাম। পুলিশ আমাদের উপরে লাঠি না চালালেই পারত।"

সঙ্গীতের দাবি, "আমি ভাঙচুড় চালাতে যাইনি। রাজ্যের যে পরিস্থিতি তাতে নিখোঁজ স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে খুঁজতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু পুলিশ আমাদের আক্রমণ করল।

কিন্তু আর জি কর হাসপাতালে যারা ভাঙচুর চালাল তাঁদের যা খুশি তাই করতে দিল পুলিশ।" পুলিশের আক্রমণে তাদের কয়েক জন সদস্য জখম হয়েছে বলেও দাবি সঙ্গীতের।

নিউ টাউনে তরুণী নার্সের শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেফতার যুবক

কলকাতা, ২০ আগস্ট(হি.স.) : আর জি কর মেডিকেল কলেজের সাম্প্রতিক ঘটনার প্রেক্ষিতে রাজ্য জুড়ে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। এমন পরিস্থিতিতে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে নিউ টাউনে। রবিবার সন্ধ্যায় নিউ টাউনের টাটা মেডিকেল হাসপাতাল থেকে কাজ শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে এক তরুণী নার্সের শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে পাথরঘাটার বাসিন্দা আজিজ মোল্লা (২৩) নামে এক যুবককে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ওই তরুণী নার্স হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় সাইকেলে থাকা আজিজ মোল্লা প্রথমে কটূক্তি করে এবং পরে ওই নার্সের শরীরের আপত্তিকর স্থানে স্পর্শ করে। নার্স চিৎকার করলে, অভিযুক্ত যুবক পালিয়ে যায়।

তরুণী নার্সের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে টেকনো সিটি থানার পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করে সোমবার রাতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। মঙ্গলবার সকালে তাঁকে আদালতে তোলা হয়। এই ঘটনায় আবারও মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, কারণ সাম্প্রতিক সময়ে মহিলাদের ওপর একের পর এক আক্রমণের ঘটনা ঘটছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে এবং এই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

গরু চোর সন্দেহে তিন যুবককে গ্রামবাসীদের হাতে আটক, পুলিশি হেফাজতে তদন্ত

মালদা, ২০ আগস্ট (হি.স.) : মঙ্গলবার সকালেই মালদা জেলার পুরাতন মালদা ব্লকের মুচিয়া অঞ্চলের কৈলাসপুর এলাকায় চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে। তিন যুবককে সন্দেহভাজন গোরু চোর হিসেবে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেন এলাকার গ্রামবাসীরা। আটক যুবকদের মধ্যে দুজনের বাড়ি বাংলাদেশে এবং একজন মালদার বৈষ্ণবনগর থানা এলাকার বাসিন্দা বলে দাবি করেছেন গ্রামবাসীরা।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, এদিন সকাল সাতটার দিকে তিন যুবককে ওই এলাকায় সন্দেহজনক অবস্থায় দেখতে পান স্থানীয়রা। তাদের নাম-পরিচয় ও সেখানে উপস্থিতির কারণ জানতে চাইলে, যুবকরা অসংলগ্ন কথা বলতে শুরু করেন। এর ফলে গ্রামবাসীদের মধ্যে সন্দেহ আরও বেড়ে যায়, কারণ এই এলাকায় পূর্বেও গোরু চুরির ঘটনা ঘটেছে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলে, গ্রামবাসীরা তাদের আটকে রাখার সিদ্ধান্ত নেন।আটক যুবকরা দাবি করেন, তারা চোর নয়, বরং আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। কিন্তু আত্মীয়ের বাড়িতে ঘুমানোর জায়গা না থাকায় তারা একটি মন্দিরে রাত কাটাচ্ছিলেন। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মালদা থানার পুলিশ। গ্রামবাসীদের হাত থেকে যুবকদের উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তিন যুবকের সঠিক পরিচয় এবং ঘটনা সম্পর্কে আরও তথ্য জানতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। এই ঘটনার পর থেকে এলাকায় আতঙ্কের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে এবং স্থানীয় বাসিন্দারা বিষয়টি নিয়ে আরও সতর্ক হয়ে উঠেছেন।

মঙ্গলবার বিভিন্ন কর্পোরেটদের উদ্যোগে মেয়র দীপক মজুমদারকে রাখী বন্ধনে আবদ্ধ করা হয়।

আরজি কর ঘটনার প্রতিবাদে সরব রাজ্য মহিলা কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট: আরজি কর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে গোটা দেশ জুড়ে প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে। ঘটনায় দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মঙ্গলবার রাজ্য মহিলা কমিশনের উদ্যোগে এক কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

এদিন রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্না দেববর্মা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান। তিনি বলেন মৌমিতা দেবনাথের আত্মার শান্তি কামনা করছেন এদিন উপস্থিত সদস্যরা। তবে তার জন্য দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি অত্যন্ত প্রয়োজন। দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং মৃতার আত্মার শান্তি কামনা করে এদিন মোমবাতি নিয়ে এক মৌন মিছিল সংঘটিত হয় মহিলা কমিশন অফিসে।

রাজীব ভট্টাচার্য

● প্রথম পাতার পর

হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ এবং দলের রাষ্ট্রীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী জে পি নাড্ডাকে রাজীব বাবু সামাজিক মাধ্যমে বার্তায় বিনম্র চিত্তে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। ওই বার্তায় তিনি লিখেছেন, আমার উপর বিশ্বাস রেখে আমাকে রাজ্যসভার প্রার্থী হিসেবে যোগ্য মনে করার জন্য আমি সকলের কাছে চির কৃতজ্ঞ থাকব। ভারতকে বিশ্বগুরু বানানোর লক্ষ্যে তথা ত্রিপুরাকে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেওয়া মার্গদর্শনে আগামী দিন কাজ করে যাব। সাথে তিনি দৃঢ় সংকল্পের সাথে জানিয়েছেন, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ভারতীয় জনতা পার্টির জন্য কাজ করে যাব।

এদিকে, ত্রিপুরা থেকে রাজ্যসভার প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হওয়ার জন্য প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্যকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। তিনি সামাজিক মাধ্যমে রাজীব বাবুকে অভিনন্দন জানিয়েছে লিখেছেন, আপনি অবশ্যই জয়ী হবে এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পদচিহ্নে ত্রিপুরার উন্নয়নে কাজ করবেন।

এদিন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব সামাজিক মাধ্যমে বার্তায় লিখেছেন, ত্রিপুরা থেকে রাজ্যসভার প্রার্থী হিসাবে মনোনীত হওয়ার জন্য প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। এছাড়া, রাজ্য মন্ত্রিসভার সকল সদস্যগণ রাজ্যসভায় প্রার্থী মনোনীত হওয়ায় রাজীব ভট্টাচার্যকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

কমলা সতর্কতা

● প্রথম পাতার পর

পানিসাগরে ১৬৫.৭ এমএম, কাঞ্চনপুরে ৮২.২ এমএম, কদমতলায় ১০১ এমএম এবং নতুনবাজার ১৪২.৩ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তেমনি, ঊনকোটি জেলায় কৈলাসহরে ১৭০ এমএম, কুমারঘাটে ২২৬.২ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। ধলাই জেলায় ছাওমনু ১৪৪ এমএম, গন্ডাছড়ায় ১৭৪ এমএম, কমলপুরে ২২৭.৮ এমএম এবং মনুঘাটে ১৬১ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

মৃত্যু শাশুড়ির

● প্রথম পাতার পর

হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল শাশুড়িকে। দুদিনের লড়াইয়ের পর শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কোলে তুলে পরে বাপনের শাশুড়ি। ঘটনায় কান্নায় ভেঙে পড়ে বাপনের স্ত্রী। তার স্বামীর উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানায় সে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

● প্রথম পাতার পর

আর জি কর—কাণ্ডে কলকাতা হাইকোর্ট থেকে মামলা গেল সুপ্রিম কোর্টে। সিবিআই-কে স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। আর জি কর হাসপাতালে ভাঙচুরের ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে উষ্মাপ্রকাশ করে শীর্ষ আদালত। আর জি করের সামগ্রিক ঘটনায় পুলিশের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলে প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় বলেন, প্রথমে ঠিকভাবে এফআইআর করা হয়নি। পুলিশ কী করছিল? একটা হাসপাতালের মধ্যে এত বড় ঘটনা ঘটে গেল। পুলিশ কি হাসপাতাল ভাঙচুর করার অনুমতি দিচ্ছিল? ওই মামলার শুনানিতে মঙ্গলবার গভীর উদ্বেগ প্রকাশ ওয়াই চন্দ্রচূড়—এর বেঞ্চ জানায়, নির্যাতিতার নাম, ছবি ও ভিডিও ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই ঘটনা উদ্বেগের।

উল্লেখ্য, আর জি কর—কাণ্ডে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ নিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত। রুজু করেছে সুয়ো মোটো মামলা। মঙ্গলবার সেই মামলারই শুনানি হয়। প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জে বি পারদিওয়ালা ও মনোজ মিশ্রের বেঞ্চে মঙ্গলবার প্রথম শুনানি হয় আর জি কর মামলার। শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, সিবিআই---কে বৃহস্পতিবারের মধ্যে স্ট্যাটাস রিপোর্ট দিতে হবে। পাশাপাশি জাতীয় টাস্ক ফোর্স গঠন করে চিকিৎসকদের নিরাপত্তার বিষয়টি খতিয়ে দেখার কথাও বলা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

নিয়েছেন অনেকেই। এমতাবস্থায় প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহনের নির্দেশ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে হাওড়া ব্রিজ আটকে বিক্ষোভ বিজেপির

কলকাতা, ২০ আগস্ট (হি.স.): আর জি কর আন্দোলনে উত্তাল কলকাতা। সুবিচার চেয়ে মিছিল চলে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। মঙ্গলবার হাওড়া ব্রিজ আটকে আন্দোলনে বসে বিজেপি। সন্ধ্যায় হাওড়া ব্রিজের মুখে আন্দোলনের জেরে তীব্র যানজট তৈরি হয়।বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের একাংশ হাওড়া ব্রিজের মুখে যায়। সেখানে রাস্তা আটকে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা। সেতুতে ওঠার মুখে তাঁদের আটকে দেয় পুলিশ। বসানো হয় ব্যারিকেড। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে নামানো হয় র‍্যাফ। সেই ব্যারিকেড ভেঙে এগনোর চেষ্টা করেন বিজেপি নেতা, কর্মীরা। তখনই পুলিশের সঙ্গে শুরু হয় ধস্তাধস্তি।

পুলিশ তাঁদের সরানোর চেষ্টা করলে ধুন্ধুমার কাণ্ড হয়। বিজেপি কর্মীদের চ্যাংদোলা করে নিয়ে যায় পুলিশ। কয়েক জনকে আটক করা হয়। দিনের ব্যস্ত সময় এই কর্মসূচির জেরে ব্যাপক যানজট তৈরি হয় হাওড়া ব্রিজের মুখে।এমজি রোড, স্ট্র্যান্ড রোডে আটকে পড়েন অফিস ফেরত বহু যাত্রী।বিজেপি-র রাজ্য অফিস থেকে জানানো হয়,সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো সহ বিজেপি কর্মীদের অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। জ্যোতির্ময়-সহ রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বকে হাওড়ার বিক্ষোভস্থল থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয় গোলাবাড়ি থানায়।

সরকারি হাসপাতালে নিরাপত্তার দেখভালের দায়িত্বে প্রাক্তন পুলিশ ও সেনাকর্মীরা

কলকাতা, ২০ আগস্ট (হি.স.): আর জি কর কাণ্ডের জেরে সরকারি হাসপাতালে নিরাপত্তার দেখভালের দায়িত্বে এবার প্রাক্তন পুলিশ ও সেনাকর্মীরা। এমনই সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। বুধবার এই ব্যাপারে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ্যে আসে ইতিমধ্যে প্রতি পুলিশ সুপারকে তাঁদের এলাকার অবসরপ্রাপ্ত সেনা ও পুলিশ আধিকারিকদের তথ্য সংগ্রহ করে চারদিনের মধ্যে রাজ্যকে জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যাচ্ছে রাজ্য পুলিশের তরফে প্রতি এলাকার কমিশনারদের বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ সরকারি মেডিক্যাল কলেজ, জেলা হাসপাতাল এবং সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থার দেখভালের দায়িত্ব প্রাক্তন সেনা ও পুলিশ কর্মীদের নিয়োগ করা হবে। তাঁদের পারিশ্রমিকের খরচ দেবে রাজ্য স্বাস্থ্যদফতর।

কারা নিযুক্ত হবেন? বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, স্থল-বায়ু ও নৌসেনার প্রাক্তন নায়েব সুবেদার, সুবেদার, ক্যাপ্টেন, মেজর অথবা সমতুল পদমর্যাদার অফিসারদের নিয়োগ করা হতে পারে। গত দু'বছরের মধ্যে অবসর নেওয়া ইন্সপেক্টর, ডেপুটি সুপার, অতিরিক্ত সুপারদেরও সরকারি হাসপাতালে নিরাপত্তার দেখভালের দায়িত্বে নিয়োগ করা হতে পারে। তবে তাঁদের শারীরিকভাবে সক্ষম ও কাজে ইচ্ছুক হতে হবে। তবেই হাসপাতালের নিরাপত্তা অফিসার হিসেবে নিয়োগ করা হবে।

সমাবেশ প্রাক্তন ও বর্তমান খেলোয়াড়দের

কলকাতা, ২০ আগস্ট (হি.স.): আর জি কর-কান্ডের প্রতিবাদে ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে বুধবার দুপুরে কলকাতা ময়দানে জমায়েত করবেন প্রাক্তন ও বর্তমান খেলোয়াড়েরা। প্রাক্তন অ্যাথলিট সোমা বিশ্বাসেরা ময়দানে ক্রীড়াবিদদের জড়ো হওয়ার ডাক দিয়েছেন।

সাড়ে ৩টে থেকে ময়দানে গোষ্ঠ পালের মূর্তির পাদদেশে প্রথমে অবস্থান বিক্ষোভ হবে। পরে মিছিলও হতে পারে। সেই সমাবেশে থাকবেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সংবাদমাধ্যমকে তাঁর স্ত্রী ডোনা বললেন, "আমি যতটুকু জানি, তাতে দাদার ময়দানের কর্মসূচিতে থাকার কথা।"সোমবার রাত ১০টা ২০ মিনিটে নিজের এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে তাঁর ছবিটি মুছে দেন সৌরভ। অনেকের অনুমান, আর জি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার প্রতিবাদে এমনটা করেছেন তিনি।

প্রয়াত হলেন জাতীয় পুরস্কারজয়ী পরিচালক উৎপলেন্দু চক্রবর্তী

কলকাতা, ২০ আগস্ট (হি.স.):প্রয়াত হলেন জাতীয় পুরস্কারজয়ী পরিচালক উৎপলেন্দু চক্রবর্তী। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ কলকাতার রিজেন্ট পার্কের বাড়িতে তাঁর জীবনাবসান হয়। বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।আশির দশকে 'ময়নাতদন্ত', 'চোখ', 'দেবশিশু'র মতো একাধিক চর্চিত ছবির পরিচালক উৎপলেন্দু। ১৯৮২ সালে 'চোখ' ছবিটি সেরা চলচ্চিত্রের জাতীয় পুরস্কার জিতে নেয়। উৎপলেন্দুর ঝুলিতে আসে সেরা পরিচালকের জাতীয় পুরস্কার। 'চোখ' ছবিটির পোস্টার এঁকে দিয়েছিলেন স্বয়ং সত্যজিৎ রায়। এ ছাড়াও উৎপলেন্দুর ঝুলিতে রয়েছে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার, এনএফডিসি-র স্বর্ণপদক।

উৎপলেন্দুবাবুর সহকারী অর্ঘ্য মুখোপাধ্যায়ের বলেন, "সন্ধ্যায় চা খেয়েছিলেন। তার পরেই হঠাৎ করে ঝিমিয়ে পড়লেন। চিকিৎসক জানিয়েছেন, তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়েছেন।" দিন কয়েক আগেও উৎপলেন্দু আবার ছবি তৈরির ইচ্ছাপ্রকাশ করেন।এপ্রিল মাসে বাড়িতে পড়ে গিয়ে কোমরের হাড় ভাঙে উৎপলেন্দুর। তার পর জাতীয় পুরস্কারজয়ী পরিচালকের কোমরের অস্থিসন্ধি প্রতিস্থাপন করা হয়। স্মৃতিভ্রমের সমস্যাও ছিল। ভুগছিলেন প্রস্টেট এবং সিওপিডি-র সমস্যায়। মে মাসেও পরিচালককে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। বাড়ি ফিরে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছিলেন।

ত্রিপুরায় ত্রাহি ত্রাহি রব

● প্রথম পাতার পর

পড়ে সড়ক অবরোধের ঘটনা ঘটেছে। সেখানে উদ্ধার কার্য দ্রুততার সাথে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তিনি আরো জানান, ঘরবাড়ি ও গবাদিপশুর ক্ষতির খবর পাওয়া গেছে। ফলে, ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন শুরু হয়েছে এবং শীঘ্রই তা সম্পন্ন হবে। এরপর ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে ত্রাণ দেওয়া হবে। তিনি বলেন, দুর্ভাগ্যবশত ভূমিধ্বসে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ৫ জন, খোয়াই এবং গোমতী জেলায় ১ জন করে প্রকৃতির দুর্যোগের শিকার হয়েছেন। এছাড়া, গোমতি ও খোয়াই জেলায় একজন করে নিখোঁজ রয়েছে।

তিনি বলেন, এসডিআরএফ (টিএসআর), এনডিআরএফ, সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার্স, আপদা মিত্র স্বেচ্ছাসেবক, ফায়ার অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিস, ফরেস্ট, টিএসইসিএল, পিডব্লিউডি (ডব্লিউআর), পিডব্লিউডি (আরএন্ডবি), কৃষি এবং অন্যান্য লাইন বিভাগের ২০০টিরও বেশি দল প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় মোতায়েন করা হয়েছে এবং স্থানীয় চাহিদা ও বন্যা পরিস্থিতি অনুযায়ী ত্রাণ ও উদ্ধার তৎপরতা চালাচ্ছে। তাঁর কথায়, আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী বর্ষা মরসুমের প্রভাবে আগামী দুই দিন ত্রিপুরার সমস্ত জেলায় ভারি থেকে অতি ভারি বৃষ্টিপাত হবে। দক্ষিণ ত্রিপুরার জন্য লাল এবং রাজ্যের বাকি জেলার জন্য কমলা সতর্কতা জারি করেছে। তাঁর দাবি, টানা বর্ষণে বন্যা পরিস্থিতি কঠিন হলেও নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কড়া নজর রাখা হচ্ছে এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তিনি জনগণকে উদ্বিগ্ন না হয়ে ধৈর্য ধরতে পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ প্রশাসন সবার সক্রিয় সহায়তায় পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন।

গত দুইদিন ধরে ত্রিপুরায় টানা বৃষ্টিপাত হচ্ছে। ফলে, দক্ষিণ জেলার বিলোনিয়া মহকুমাতে মুহুরী নদীর জলস্তর বেড়ে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। ভারী বর্ষণে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কৃষি জমি, বাড়িঘর এবং রাস্তাঘাট। ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা প্রদানের জন্য অস্থায়ী শিবির স্থাপন করা হয়েছে। জননিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিতে এবং বন্যার প্রভাব প্রশমিত করতে জেলা প্রশাসনকে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ সামাজিক মাধ্যমে এমনটাই বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। পাশাপাশি, দক্ষিণ জেলা জেলা প্রসাশনের তরফ থেকে জনগণকে অস্থায়ী শিবিরের নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার জন্য বলা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, প্রবল বর্ষণে মুহুরি নদীর জলস্তর বেড়ে দক্ষিণ জেলার বিভিন্ন মহকুমায় বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। ফলে শান্তির বাজার, বিলোনিয়া সহ একাধিক জায়গায় জলমগ্ন হয়ে পরে।এর মধ্যে শান্তির বাজার শহরের সানফ্লাওয়ার স্কুল সংলগ্ন এলাকা,পুর পরিষদের ৩ নং ওয়ার্ড ও বিভিন্ন জায়গায় জলমগ্ন হয়ে পরে।ইতিমধ্যে লোকজনদের ঘরে জল প্রবেশ করেছে। প্রসাশনের তরফ থেকে অস্থায়ী শিবির খোলা হয়েছে। জনগণকে শিবিরের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিতে হাত বাড়িয়েছেন দক্ষিন জেলাপরিষদের ৭ নং ওয়ার্ডের জয়ী প্রার্থী নিতিশ দেবনাথ ওরফে সুমন দেবনাথ। তাছাড়া, উদ্ধার কাজে উপস্থিত ছিলেন শান্তির বাজার পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা, বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং সহ অন্যান্যরা।

তেমনি, বিলোনিয়া শহরের বিভিন্ন স্থান জলমগ্ন হয়ে পড়ে। বিশেষ করে আর্য্য কলোনি,শালটিলা, যোগমায়া কালিবাড়ি,থানা, রামঠাকুর স্মৃতি মন্দির , হল চৌমুহনী, জগন্নাথ বাড়ি রোড, জেলা শিক্ষা দপ্তর ,পুরসভা কার্যালয় জলমগ্ন হয়ে পড়ে। এদিকে, বিলোনিয়া থেকে বীরচন্দ্র সড়কে পাইখোলায় রাস্তা ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

এদিকে সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা জেলা প্রশাসনকে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা এবং অন্যান্য জেলাগুলির বেশ কয়েকটি এলাকা বন্যার সম্মুখীন হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা প্রদানের জন্য ত্রাণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, জন নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিতে এবং বন্যার প্রভাব প্রশমিত করতে জেলা প্রশাসনকে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তাছাড়া, দক্ষিণ জেলা জেলা প্রশাসনের সামাজিক মাধ্যমে জনগণকে ওই শিবিরের নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার জন্য বলা হচ্ছে। পাশাপাশি, সাহায্যের জন্য টোল ফ্রি নম্বর চালু করেছে। টোল ফ্রি নম্বর গুলি হল ৬৯০৯৩৫৮১৯/০৩৮১২৩২২০৪৬/০৩৮১২৩২২৩০৬৬ বা ১০৭৭।

টানা বৃষ্টিপাতে হাওড়া নদীর জলস্তর বেড়েই চলছে। ফলে, আগরতলার বিভিন্ন এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিশেষ করে বলদাখাল,চন্দ্রপুর, শ্রীলঙ্কা বস্তি এলাকা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইতিমধ্যেই উদ্ধার কাজে নেমেছে প্রশাসন সাথে এনডিআরএফ টিম। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় প্রবল বর্ষণে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন জায়গায় ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হাওড়া নদীর জলস্তর ফুলেফেঁপে রুদ্র রূপ ধারণ করছে। তাতে আগরতলা শহরের চন্দ্রপুর থেকে রেশমবাগান ব্রিজ পর্যন্ত জাতীয় সড়ক প্লাবিত। তাতে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। এসডিআরএফ জওয়ানরা জলবন্দীদের উদ্ধার করছেন। এদিকে, ৯ বনমালীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ৩১ নং ওয়ার্ড এলাকায় হাওড়া নদীর জল ঢুকে যায় মানুষের বাড়িতে। আজ সকাল থেকে ওই এলাকার কাউন্সিলর অঞ্জনা দাস তার সহযোগী টিমকে নিয়ে বিভিন্ন বন্যা এলাকাগুলিতে যাচ্ছেন। পাশাপাশি, পুলিশ ও প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন।তাছাড়া, প্রশাসনের তরফ থেকে ধলেশ্বরের স্বামী দয়ালানন্দ বিদ্যানিকেতনে অস্থায়ী ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। দুইদিনের প্রবল বর্ষায় শান্তির বাজার মহকুমার কালাছড়া পদ্মডেপা এলাকায় জলমগ্ন হয়ে পরে। এতে করে এলাকার প্রায় ৭ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কয়েকজনের মাটির ঘর সম্পূর্ন ভেঙ্গে যায়। এর ফলে গৃহপালিত পশু পাখি মারা যায়। লোকজনদের কষ্ট দেখে এলাকার স্থানীয় নেতৃত্বরা এগিয়ে গিয়েছেন। সকলের উপস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্থ লোকজনদের উদ্ধার। করে কালাছড়া স্কুলে রিলিফ ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কালাছড়া এলাকার এইধরনের অবস্থার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় বোকাফা ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মনোজ পাল।তিনি রিলিফ ক্যাম্প সহ সব কয়টি বাড়ীঘর পরিদর্শন করেন। এইধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের অবস্থার কথা জানাতে গিয়ে বিডিও মনোজ পাল জানান, সকাল থেকে বিভিন্ন জায়গায় লোকজনদের উদ্ধারের জন্য তিনি ছুটে যান। তিনি জানান, কালাছড়া এলাকায় ক্ষতির পরিমান অনেকটা বেশি। সকলকে দ্রুততার সহিত সরকারি সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া হবে।

রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত জলমগ্ন সাউথ জয়নগর এলাকা পরিদর্শনে গিয়েছেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি মেয়র বলেন, ত্রিপুরায় টানা বৃষ্টিপাতে নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে রাজ্যের একাধিল জায়গায় জলমগ্ন হয়ে পড়ে। মানুষদের বাড়িঘরে জল ঢুকে পড়েছে। ইতিমধ্যে প্রসাশনের তরফ শরণার্থী শিবির খোলা হয়েছে। এদিন তিনি আরও বলেন, রাজ্য সরকার এবং আগরতলা পুর নিগম শরনার্থীদের সবধরণের সুযোগ সুবিধার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

সোমবার শেষ রাত থেকে ক্রমাগত বৃষ্টির ফলে খোয়াই নদীর জল বাড়তে থাকায় কল্যাণপুরের একাধিক জায়গায় বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে ঘিলাতলী, দক্ষিণ ঘিলাতলী, কমলনগর পঞ্চায়েতে বাড়ী ঘরে জল ঢুকে পড়েছে। কোথাও কোথাও বুক সমান জল বিভিন্ন বাড়ী ঘরে। শেষ হয়েছে কৃষকের ক্ষেতের ফসল।জল ঢুকেছে কুচপাড়া, সত্যগুরু পাড়া, উত্তর কমলনগরে ও। খোয়াই তেলিয়ামুড়া মূল সড়কের অমর কলোনি এলাকায় জলমগ্ন। খবর লেখা পর্যন্ত ছয়টি শরণার্থী শিবির প্রশাসনের তরফে খোলা হয়েছে। সেগুলো হলো কমলনগরের মর্গ্যান পাড়া নিম্ন বিদ্যালয়। যেখানে আছে ৪৫ পরিবার। রামবাবু সম্পাদক পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়। দক্ষিণ ঘিলাতলির এই শিবিরে আছেন ৮০ টি পরিবার। দক্ষিণ ঘিলাতলির শান্তি পাড়া অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্র ৩০টি পরিবার রয়েছে। ঘিলাতলী কৃষি সেক্টর অফিসে আছেন ২০ পরিবার রয়েছে। পশ্চিম দ্বারিকাপুরের সুরুচি প্রভা অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রে আছেন ৮ পরিবার রয়েছে। এদিকে আজ সকাল থেকে সদ্য বিদায়ী পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান সোমেন গোপ ও রাজিব পাল সহ অন্য রা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ময়দানে নেমেছেন। কল্যাণপুর এর সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক হিমেন্দু বিকাশ পাল ও এলাকা পরিদর্শনে আছেন। মধ্য কল্যাণপুরের কুচপাড়া বিদ্যালয়ে ও শিবির খোলা হয়েছে। এই শিবিরে আছেন প্রায় ৪০ পরিবার রয়েছে। কুচপাড়া এলাকায় বোট দিয়ে মানুষ জনকে উদ্ধার করে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দিয়েছে প্রশাসন।

টানা বৃষ্টিপাতে ত্রিপুরায় খোয়াই ও তেলিয়ামুড়া মহকুমা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখনো পর্যন্ত ১৫টি অস্থায়ী শিবির খোলা হয়েছে। যার মধ্যে প্রায় ২০০ পরিবারের সদস্যরা আশ্রয় নিয়েছেন। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা বলেন খোয়াই জেলার জেলা শাসক চান্দনী চন্দ্রন। এদিন তিনি বলেন, টানা বৃষ্টিপাতে ত্রিপুরায় খোয়াই ও তেলিয়ামুড়া মহকুমা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাছাড়া, মুঙ্গিয়াকামী ৪১ মাইল এলাকায় ধ্বস পড়ে নাবালকের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর কথায়, আজ সকালে খোয়াই নদীর জল বিপদ সীমার বাইরে চলে গিয়েছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে জলস্তর কমতে শুরু হয়েছে। আপাতত খোয়াই জেলায় স্বাভাবিক পরিস্থিতি রয়েছে। এদিন তিনি আরও বলেন, এখনো পর্যন্ত ১৫টি অস্থায়ী শিবির খোলা হয়েছে। এর মধ্যে ১৪টি তেলিয়ামুড়া মহকুমায় রয়েছে। ১৫টি শিবিরে যার মধ্যে প্রায় ২০০টি পরিবারের সদস্যরা আশ্রয় নিয়েছেন।

সোমবার সন্ধ্যা থেকে উত্তর জেলা সদর ধর্মনগরে চলছে অঝরে বৃষ্টি। বিভিন্ন এলাকাগুলি জলমগ্ন হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে ভারত বাংলা সীমান্তের বিঘার পর বিঘা জমি প্লাবিত হওয়ায় জলের নিচে চলে গেছে। এলাকার কৃষকদের মাথায় হাত পড়ে গেছে। এদিকে শিববাড়ি ছড়ার পার এলাকা অতিরিক্ত প্লাবিত হওয়ায় দশটি পরিবারের সদস্যরা শরণার্থী শিবিরে এসে আশ্রয় নিয়েছে। সাধারণ মানুষ বিশেষ করে বিভিন্ন সামাজিক ক্লাবের সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে শরণার্থীদের উদ্ধার করতে। নয়াপাড়া, রাজবাড়ীর মন্ডপ পাড়া, জেল রোড সব এলাকাই জলমগ্ন। নিরাপত্তার জন্য মানুষ নিজের ঘরবাড়ি ছেড়ে আত্মীয়-স্বজনের ঘর বাড়ি যেগুলি কিছুটা উঁচু জায়গায় রয়েছে তাতে আশ্রয় নিচ্ছে। শহর বৃষ্টিতে শুনশান অবস্থা ধারণ করেছে। মানুষ প্রায় নেই বললেই চলে। যে যার নিজের ঘরে আশ্রয় নিয়ে দিন কাটাচ্ছে। জুরি নদী এবং কাকরি নদী ফুলে ফেঁপে উঠেছে। জল বিপদসীমার ঊর্ধ দিয়ে বইছে।আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কে তেলিয়ামুড়ার পুলিনপুরে গাছ ভেঙে পড়ে কয়েক ঘন্টা যান চলাচল বিঘ্নিত হয়। বনদপ্তরের তৎপরতায় গাছ কেটে পুনরায় যান চলাচল শুরু করা হয়। টানা বর্ষণের জেরে বিশাল আকৃতির গাছ ভেঙে পড়ে এদিন জাতীয় সড়কে। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা। ঘটনা মঙ্গলবার ভোর রাত নাগাদ তেলিয়ামুড়া থানাধীন পুলিনপুর এলাকায় জাতীয় সড়কে। তিন দিনের লাগাতর বৃষ্টির কারনে পুলিনপুর এলাকায় জাতীয় সড়কে বিশাল আকৃতি গাছ ভেঙ্গে পড়ে। এতে ব্যাহত হয় যোগাযোগ ব্যবস্থা। ফলে আটকে পড়ে দুই ধারের যাত্রীবাহী এবং পন্যবাহী গাড়ি। দুর্ভোগের শিকার হয় যাত্রী সহ চালকরা। আটকে পড়ে জরুরী পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত যানবাহনও। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে বন দপ্তরের কর্মীরা। দীর্ঘ প্রায় চার ঘন্টা পর গাছ কেটে রাস্তা পরিষ্কার করার পর পুনরায় যোগাযোগ ব্যবস্থা স্বাভাবিক হয়।

নিম্নচাপের ফলে অতিরিক্ত বৃষ্টির দরুন ধলাই নদীর জল বেড়ে বন্যার কবলে কমলপুরের বহু গ্রাম। বিপন্ন বহু পরিবার। ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। গত তিনদিন যাবত নিম্নচাপের প্রভাবে অতিরিক্ত বৃষ্টির দরুন ধলাই নদীর জল বেড়ে বন্যার কবলে কমলপুরের বহু গ্রাম প্লাবিত হয়ে পড়েছে। দেখা গেছে, কমলপুর শহরের ফুলছড়ি এলাকায় ধলাই নদীর জল বেড়ে মানুষের বাড়ি ঘর ও রাস্তা ডুবে যায়। বিভিন্ন প্রান্তের ছোট বড় গাড়ি গুলি যাতায়াতে ক্ষেত্রে দুর্ভোগে পড়েন। বৃষ্টি থেমে নেই। ধলাই নদীর জল বেড়ে চলছে। বিপদ সীমা ছুই ছুই।

মঙ্গলবার ভোর ৩টা থেকে ধলাই নদীর জল বাড়তে শুরু করেছে। হালহূলী, বড়সুরমা, সিঙ্গিছড়া, পঞ্চাশী, মলয়া, মোহনপুর, কলাছড়ি , মানিক ভান্ডার মেথির মিয়া, কুচাইনালা সহ আরো কয়েকটি গ্রাম প্লাবিত হয়ে পড়ে। মহকুমা শাসক লাল রিং নেতা ডারলং সহ প্রশাসনের কর্মকর্তারা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কর্মীদের নিয়ে বন্যায় বিপর্যস্ত গ্রাম গুলিতে গিয়ে উদ্ধারের কাজ শুরু করেছে। এতো ভয়াবহ বন্যা গত কুড়ি বছরে হয় নি।

হালহালী গ্রামের বন্যায় কবলিত মানুষ বলেন, মঙ্গলবার ভোর ৩টা থেকে ধলাই নদীর জল বাড়তে শুরু করে। এখন বাড়ি ঘর জলে ডুবে যায়। জিনিস পত্র নিয়ে খাটের উপর রেখেছি। জল বাড়ছে, বিপদ বাড়ছে। মহকুমা প্রশাসন থেকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কর্মকর্তারা দেখে যান। মহকুমা প্রশাসনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের এক কর্মকর্তা জানান, মহকুমা শাসকের মিটিং অনুযায়ী প্রাকৃতিক দুর্যোগের নৌকা ঠিক করে প্রথমে হালহূলী গ্রামে যাবো সেখানে বন্যায় কবলিত মানুষকে উদ্ধার করে কে সি গার্লস স্কুল রিলিফ ক্যাম্পে রাখবো। এর পর বড়সুরমা, সিঙ্গিছড়া, পঞ্চাশী, মলয়া, মোহনপুর ইত্যাদি গ্রামে গিয়ে উদ্ধারের কাজ করবো। এদিকে, বন্যায় উল্লেখিত গ্রামগুলোতে বাড়ি ঘরে ধলাই নদীর জল প্রবেশ করে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।এদিকে, ডুম্বুর লেকে জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় বাধ্য হয়ে সুইস গেইট খুলে দিয়েছে। তাতে, গোমতীর জলস্তর আরও মারাত্মক হারে বৃদ্ধি পাবে। ডুম্বুর লেকে বিপদসীমা নির্ধারিত রয়েছে ৯৪ মিটার। সেখানে জলস্তর ইতিমধ্যে ৯৩.৮৫ মিটারে পৌছে গেছে। তাই, ডুম্বুর জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের বাঁধ থেকে জল ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। গোমতী জেলা শাসক নিম্নাঞ্চলে বসবাসকারী সমস্ত নাগরিকদের নিরাপত্তা অবলম্বনের অনুরোধ জানিয়েছেন।

মৃত সাত নিখোঁজ দুই

● প্রথম পাতার পর

হাত বাড়িয়ে দেয়। প্রবল বৃষ্টিতে মাটি চাপা পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক বৃদ্ধার। মঙ্গলবার ভোর পাঁচটা নাগাদ করবুক মহকুমার নিউ গোমতি এডিসি ভিলেজের গুড়িনাঙ পাড়া ব্রু পূনর্বাসন কেন্দ্রে ওই ঘটনাটি ঘটে। এদিকে, ঋষ্যমুখ ব্লকের মনিরামপুর এডিসি ভিলেজের মেঘারাম বাড়ি এলাকায় ধ্বস পড়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন এক যুবক। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে,প্রাকৃতিক কাজ করার জন্য বসত ঘরের পার্শবর্তী শৌচালয়ে গিয়েছিলেন মাইয়ি রিয়াং (৬২)। তখনই হঠাৎ করে শৌচালয় সহ পাহাড়ের মাটি ধ্বসে যায়। সানীয়দের দীর্ঘ প্রচেষ্টায় প্রায় সাড়ে চার ঘন্টা বাদে মাটির নিচ থেকে বৃদ্ধার মৃতদেহটি উদ্ধার করা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে প্রশাসনিক আধিকারিকরা। এদিকে, প্রবল বর্ষণে ধ্বস পড়ে মৃত্যু হয়েছ এক যুবকের। ওই যুবক ঋষ্যমুখ ব্লকের মনিরামপুর এডিসি ভিলেজের মেঘারাম বাড়ি এলাকার বাসিন্দা সংগ্রাম মানিক ত্রিপুরা(৪২) বলে পরিচিতি মিলেছে।

অবিরাম বর্ষণে পাহাড় ভেঙ্গে ঘরের ধ্বস পড়ে মৃত্যু হয়েছে এক নাবালকের। ওই ঘটনায় মুঙ্গিয়াকামী থানাধীন চামপ্লাই লাখাই বাজারে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। খবর পেয়ে দমকলকর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে অবিরাম বৃষ্টিপাতে পাহাড় ভেঙ্গে ঘরের ধস পড়ে মৃত্যু হয়েছে ১৪ বছর বয়সী বীরেশ দেববর্মা। একই ঘরে ছিলেন বীরেশের মা এবং বাবাও। কিন্তু ঘটনা ঘটার পূর্বে দুজন প্রাকৃতিক কাজ করতে গেলেই ধ্বস পড়ে। তাঁরা অল্পেতে বেঁচে যায়। সাথে সাথে এলাকাবাসী দমকলবাহিনীকে খবর পাঠিয়েছেন। দমকলকর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিকে, দক্ষিণ জেলায় আরও একজনের ভূমিধ্বসে মৃত্যুর খবর মিলেছে। গোমতি ও খোয়াই জেলায় একজন করে নিখোঁজ রয়েছে।

ক্রীড়াঙ্গন

ঘন্টাখানেক এগিয়ে থেকেও নকআউট জুয়েলস প্রীতমের গোলে সেমিফাইনালে ত্রিপুরা পুলিশ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অভিজ্ঞতার কাছে তারুণ্যের হার। খেলার ছয় মিনিটের মাথায় দুর্দান্ত গোল আর সেই গোলে এগিয়ে থাকার মনোবল। দীর্ঘ এক ঘণ্টা ধরে গোলটি ধরে রাখতে সক্ষম হলেও শেষ রক্ষা করতে পারেনি তারুণ্যে ভরা জুয়েল দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা পূর্ণ পুলিশ রিক্রেশন ক্লাবের কাছে হেরে জুয়েলস কে বিদায় নিতে হলো রাখাল শীল নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্ট থেকে। পুরো খেলায় আক্রমণ প্রতি আক্রমণের কোনও কমতি ছিল না। শেষ বাঁশি বাজার ৪ মিনিট আগে প্রীতমের গোল। টানা জয় পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের। রাখাল শীল্ডে অপরাজিত পুলিশ আর.সি। নক আউট জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশন। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের পর কোয়ার্টার ফাইনালের বাধাও টপকালো ঐতিহ্যবাহী পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব। খেতাবি লড়াইয়ে পৌঁছোনোর আগে আর মাত্র একটা জয় আবশ্যক। ২৩ আগস্ট দ্বিতীয় সেমিফাইনালে পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবকে গতবারের ফাইনালিস্ট রামকৃষ্ণ ক্লাবের মুখোমুখি হতে হবে। খেলা উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে। সন্ধ্যা ছয়টায়, ফ্লাড লাইটে। মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব ২-১ গোলে জুয়েলস এসোসিয়েশনকে হারিয়ে সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত নীল জ্যোতি রাখাল মেমোরিয়াল নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্ট। খেলার ছয় মিনিটের মাথায় জুয়েলসের নির্ভরযোগ্য স্ট্রাইকার রোহিত সিংহের গোল। জুয়েলস ১-০ তে লিড নেয়। একদিকে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিমা, অপরদিকে প্রতিরোধমূলক খেলা। জুয়েলস এক গোলে এগিয়ে থেকে প্রথমার্ধ শেষ করার পর দ্বিতীয়ার্ধের ২৫ মিনিটও এভাবেই কাটিয়ে নেয়। কিন্তু ৭০ মিনিটের মাথায় পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের বাদল দেববর্মা রোহিতের গোলটি শোধ করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনে। পরক্ষণে মাঠে যেন প্রচন্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্ণ খেলা শুরু হয়, জয়সূচক গোলের লক্ষ্যে। অতঃপর খেলা শেষের চার মিনিট আগে প্রীতম হোসেনের গোল পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবকে দুই-একে এগিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব সেমিফাইনালের ছাড়পত্র পায়। জয় সূচক গোলের স্বীকৃতি হিসেবে প্রীতম পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব। এদিকে, খেলায় অসদাচরনের দায়ে রেফারি প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তে পুলিশ দলের বাদলকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি সত্যজিৎ দেব রায়, আদিত্য দেববর্মা, বিশ্বজিৎ দাস ও বিপ্লব সিং।

জোসেফের গোলে বীরেন্দ্রকে হারিয়ে লালবাহাদুর সেমিতে আগামীকাল এগিয়ে চলো-র মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই ছিল। আক্রমণ প্রতি আক্রমণের কোনও ঘাটতি ছিল না। শেষ বাঁশি বাজার ১২ মিনিট আগে জোসেফের গোল। টানা জয় লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের। রাখাল শীল্ডে অপরাজিত লালবাহাদুর। নক আউট বীরেন্দ্র ক্লাব। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের পর কোয়ার্টার ফাইনালের বাধাও টপকালো টিএফএ-র সভাপতি-র ক্লাব লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার। খেতাবি লড়াইয়ে পৌঁছোনোর আগে আর মাত্র একটা হার্ডেল। ২২ আগস্ট প্রথম সেমিফাইনালে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারকে এগিয়ে চলো সংঘের মুখোমুখি হতে হবে। খেলা উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে। সন্ধ্যা ছয়টায়, ফ্লাড লাইটে। মঙ্গলবার বেলা তিনটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার ন্যূনতম গোলে বীরেন্দ্র ক্লাবকে হারিয়ে সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত নীল জ্যোতি রাখাল মেমোরিয়াল নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ। যদিও খেলাটি সোমবার সন্ধ্যা ছয়টায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। বৃষ্টিতে মাঠে জল জমে যাওয়ার কারণে খেলাটি পিছিয়ে আজ হয়েছে। জয় সূচক গোলের সন্ধানে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে প্রথমার্ধের খেলা মূলতঃ গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হয়। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেও দুই দলের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াররা গোলের সন্ধানে লড়তে থাকে। অবশেষে ৭৮ মিনিটের মাথায় জোসেফ লালনুন পুইয়া একটি গোল করে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারকে ১-০ তে এগিয়ে দেয়। পরবর্তী সময়ে বীরেন্দ্র ক্লাবের ছেলেরা গোলটি শোধ করতে যথেষ্ট চেষ্টা করেও সুযোগ বের করতে পারেনি। উপরন্ত, লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার জোসেফের জয়সূচক গোলে জয় ছিনিয়ে সেমিফাইনালের ছাড়পত্র পেয়ে যায়। জয় সূচক গোলদাতা জোসেফ পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব। এদিকে, খেলায় অসদাচরনের দায়ে বিজিত বীরেন্দ্র ক্লাবের সুমিত ধানুককে রেফারি পরপর দুইবার হলুদ কার্ড দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত লাল কার্ড দেখিয়ে মাঠ থেকে বের করে দেন। এছাড়া সুমন দেববর্মাকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারী তাপস দেবনাথ, বিপ্লব সিংহ, রক্তিম সাহা ও সুকান্ত দত্ত।

কৈলাশহরে শুরু নৈশকালীন নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। প্রথমবারের মতো কৈলাসহরে নৈশকালীন ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করে কৈলাসহর ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। কৈলাসহর ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ও কৈলাসহর পুর পরিষদের সহযোগিতায় ওয়ার্ড ভিত্তিক নৈশকালীন নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় সোমবার রাতে কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের মাঠে। উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি অরুন সাহা, সম্পাদক পিন্টু ঘোষ, টুর্নামেন্ট কমিটির সম্পাদক সুমন্ত দেবরায়, সভাপতি সন্দীপ দেবরায়, জেলা ক্রীড়া আধিকারিক অমিত যাদব সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলার গন। ভারী বৃষ্টিপাতের মধ্যেও ওয়ার্ড ভিত্তিক এই ফুটবল টুর্নামেন্টকে ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয় খেলোয়াড় থেকে শুরু করে ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের মধ্যে। উদ্বোধনী খেলা অনুষ্ঠিত হয় কৈলাসহর পুর পরিষদের ১২ নং ওয়ার্ড ও ১৪ নং ওয়ার্ডের মধ্যে। খেলার প্রথমার্ধ গোলশূন্য ভাবে শেষ হয়। খেলার দ্বিতীয়ার্ধের ১৫ মিনিটের মাথায় জয় সূচক গোল করে ১৪ নং ওয়ার্ড। গোল পরিশোধ করার একাধিক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয় ১২ নং ওয়ার্ডের খেলোয়াড়রা। খেলার নির্দিষ্ট সময় শেষে ১-০ গোলে জয়লাভ করে ১৪ নং ওয়ার্ড। কৈলাসহর পুর পরিষদের ১৭ টি ওয়ার্ড রয়েছে। মঙ্গলবার থেকে প্রতি রাতে দুটি করে খেলা অনুষ্ঠিত হবে। বিজয়ীদের সুদৃশ্য ট্রফি ও নগদ অর্থ দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে বলে জানান আয়োজকরা। টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উদ্বোধক চেয়ারপার্সন চপলা দেব রায় বলেন, প্রথমবারের মতো ওয়ার্ড ভিত্তিক নৈশকালীন ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে কৈলাসহরে এবং শুধুমাত্র ওই ওয়ার্ড এলাকার খেলোয়াড়রায় অংশ নেবে এই খেলায়। ওয়ার্ড গুলির মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। খেলোয়ার থেকে শুরু করে ওয়ার্ডের সাধারণ নাগরিকরা উৎসাহিত এই ফুটবল টুর্নামেন্ট উপভোগ করার জন্য। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখতে গিয়ে ঊনকোটি জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক পিন্টু ঘোষ কৈলাসহরের সমস্ত ক্রীড়া প্রেমী দর্শকদের মাঠে এসে খেলা উপভোগ করার জন্য ও খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করার জন্য আহ্বান রাখেন। তিনি বলেন এধরনের খেলার আয়োজনে ওয়ার্ড এলাকার খেলোয়াড়দের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটবে।এই টুর্নামেন্টের সাফল্য কামনা করে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন ঊনকোটি জেলা ক্রীড়া আধিকারিক অমির যাদব। এধরনের ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন করার জন্য কৈলাসহর ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনকে তিনি ধন্যবাদ জানান।

ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে রাজ্যস্তরীয় স্কুল ক্রীড়ার আসর শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শুরু হয়েছে স্কুল ক্রীড়ার জুডো এবং ফুটবলের রাজ্য আসর। ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়েই তিনদিন ব্যাপী এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে রাজ্যের তিনটি মহকুমায়। চলবে ২২ আগস্ট পর্যন্ত। অনূর্ধ ১৪, ১৭ এবং ১৯ বয়স গ্রুপে জুডোর রাজ্যভিত্তিক স্কুল আসর পশ্চিম জেলার বাধারঘাটের দশরথ দেব স্পোর্টস কমপ্লেক্সে জুডো হল-এ শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন পর্ব সম্পন্ন হয়েছে। একই সময়ে অনূর্ধ ১৭ ছেলেদের ফুটবলের রাজ্য আসর গোমতী জেলার উদয়পুরে সূচনা হয়েছে। মেয়েদের অনূর্ধ ১৭ ফুটবলের আসর ঊনকোটি জেলাতে শুরু হয়েছে। এবং মেয়েদের অনূর্ধ ১৪ ফুটবলের রাজ্য আসর সিপাহীজলা জেলাতে চলছে। এ বছর অনূর্ধ ১৪, ১৭ ও ১৯ বয়স গ্রুপে রাজ্যভিত্তিক স্কুল আসর আয়োজন করছে ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ড। সেপ্টেম্বরের মধ্যে সব ক-টি ইভেন্টের প্রতিযোগিতা শেষ করতে হবে। মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটায় বাধারঘাটস্থিত দশরথ দেব স্টেট স্পোর্টস কমপ্লেক্সে ইনডোর হল-এ রাজ্য স্তরীয় স্কুল স্পোর্টস জুডো প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ ও সম্মানিত অতিথি হিসেবে আগরতলা পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র শ্রীমতি মনিকা দাস দত্ত, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সচিব সুকান্ত ঘোষ, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা পায়মঙ মগ, ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের জয়েন্ট সেক্রেটারি অপু রায় ও নিখিল সাহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ৮টি জেলা এবং ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল থেকে ২১৯ জন জুডো খেলোয়াড় এবং ১৮ জন অফিসিয়াল তিন দিনব্যাপী এই আসরে অংশ নিয়েছেন। ২২ আগস্ট তিনটি স্থানেই প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করার মধ্য দিয়ে রাজ্য স্তরীয় স্কুল স্পোর্টস জুডো ও ফুটবল প্রতিযোগিতার পরিসমাপ্তি ঘটবে।

জিমন্যাস্ট দীপা বিষয়ক গবেষণা করে পিএইচডি : আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষায়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মঙ্গলবার দিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। খুশির বার্তা নিয়ে নোটিফিকেশন বাড়িতে পৌঁছেছে। এখন শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষায়। রাজ্য ক্রীড়া জগতে বিশেষ করে ক্রীড়া বিষয়ক অধ্যায়নের ক্ষেত্রে আগামী দিনে আরও এক মাইল ফলকের উন্মোচন হতে যাচ্ছে, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সহ অধিকর্তা মিহির শীলের পিএইচডি বিষয়ক থিসিস প্রকাশের মধ্য দিয়ে। ২০১৬ থেকে মধ্যপ্রদেশের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয় 'শ্রী সত্য সাঁই ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি এন্ড মেডিকেল সায়েন্সেস' থেকে শ্রীশীল যে বিষয়ের উপর গবেষণা ধর্মী কাজ করে আসছেন তার বিষয়বস্তু মূলতঃ একজন জিমন্যাস্টের কেমন ধরনের ফিজিওলজি, মরফোলজি এবং হেমোটোলজির প্রয়োজন। নির্দিষ্ট এই বিষয়ের উপর গবেষণা তথা থিসিস মুখ্যত আগামী দিনে অ্যাথলেটদের জন্য অভূতপূর্বক কাজে আসবে। থিসিসের প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসেবে মিহির শীল অলিম্পিয়ান দীপা কর্মকারের ফিজিক্যাল এবং মরফোলজিক্যাল বিষয় ভিত্তিক তথ্য এবং আলোচনা সংগ্রহ করেছেন। এবং টাইটেলে তা উল্লেখও করেছেন। গবেষক মিহির শীলের পিএইচডি-র টাইটেল হল 'এন অ্যানালাইটিকাল স্টাডি অন ফিমেল ফেনোমেনাল জিমন্যাস্ট উইথ রেফারেন্স অফ দীপা কর্মকার'। খ্যাতনামা মহিলা জিমন্যাস্ট হিসেবে দীপা কর্মকারের প্রেক্ষাপট এক্ষেত্রে অনেকটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে। ইতোমধ্যে অলিম্পিয়ান পদ্মশ্রী জিমনাস্ট দীপা কর্মকার এবং দ্রোণাচার্য কোচ বিশ্বেশ্বর নন্দী-র সম্মান সূচক উপস্থিতিতে গবেষক মিহির শীল এই পিএইচডি বিষয়ক আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করবেন বলে সংবাদ সূত্রে জানিয়েছেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

রাজীব গান্ধীর ৮০তম জন্মজয়ন্তী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট: প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত রাজীব গান্ধীর ৮০ তম জন্মজয়ন্তী মঙ্গলবার রাজ্যে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। মূল অনুষ্ঠান হয় আগরতলা কংগ্রেস ভবনে।

প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর ৮০তম জন্ম দিবসটি আজ সারাদেশে সৎভাবনা দিবস হিসেবে উদযাদিত হয়েছে। এদিন মূল অনুষ্ঠানটি হয় আগরতলা কংগ্রেস ভবনে। অনুষ্ঠানে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও দলীয় কর্মী সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন।এদিন রাজীব গান্ধীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে দিবসটির আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা করে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেন রাজ্যের প্রতিটি জেলা ও ব্লক স্তরে দিবসটি যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হয়েছে।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেন, রাজীব গান্ধী ছিলেন যুবসমাজের প্রেরণা। তার প্রদর্শিত পথেই আজ দেশ বিজ্ঞান প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উন্নয়নের শিখরে পৌঁছেছে। যুব সমাজকে রাজীব গান্ধীর মতাদর্শে ও তার প্রদর্শিত পথে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি।

৩৩তম মনিপুরী ভাষা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট: মঙ্গলবার ৩৩তম মনিপুরী ভাষা দিবস রাজ্যে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে আগরতলা শহরে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। শোভাযাত্রা শেষে মুক্তধারা অডিটরিয়ামে আলোচনা চক্র ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ২০শে আগস্ট ১৯৯২ সালে ভারতের সংবিধানের অষ্টম তফসিলে মণিপুরী ভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আজ ৩৩ তম মণিপুরি ভাষা দিবস। এই দিনটি যথাযথ মর্যাদায় উদযাপন করা হয়। সকালে এক বর্ণাঢ্য রেলি মুক্তধারা অডিটোরামের সামনে থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুনরায় মুক্তধারা অডিটরিয়ামে এসে মিলিত হয়।সেখানে ককবরক ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষা শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন ককবরক ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষা শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা রত্নজিত দেববর্মন , শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এন সি শর্মা সহ অন্যান্যরা। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বক্তাদের আলোচনা শেষে অনুষ্ঠিত হয় মনিপুরী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং মনিপুরী কবি সম্মেলন।

মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল ষিষ্ণু দেববর্মা রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন।

আরজি কর কান্ডে মহিলা কলেজের মৌন প্রতিবাদ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট : কলকাতা আরজি কর মেডিকেল কলেজ কান্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে আগরতলা শহরে প্রতিবাদ মৌন মিছিল সংগঠিত করল মহিলা কলেজের ছাত্রী ও অধ্যাপিকা সহ অন্যান্যরা।

আরজিকর মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়ুয়ার ছাত্রীকে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়ে আগরতলা শহরে মৌন প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত করেছে মহিলা কলেজের ছাত্রী ও অধ্যাপিকারা। ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবী জানানো হয়েছে।

মৌন মিছিল থেকে দাবি তোলা হয়েছে ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেজন্য অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে বিচার ব্যবস্থা এবং দেশের সরকারের প্রতি মা-বোনদের আস্থা ও বিশ্বাস বাড়বে বলেও অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে।

সন্ত্রাসবাদী হামলায় নিহত জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানালো জওয়ানরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, জম্পুইজলা, ২০ আগস্ট: জম্পুইজলা মহকুমার হীরাপুরে ২০২৩ সালের ২০ আগস্ট সন্ত্রাসবাদীদের হামলায় নিহত হয়েছিলেন ২০ জন টিএসআর জওয়ান। আজকের দিনে হিরাপুরে নিহত টিএসআর জওয়ানদের শহীদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান সপ্তম ব্যাটেলিয়ানের আধিকারিক সহ অন্যান্য জওয়ানরা।

একটা সময় ছিল এই ত্রিপুরা রাজ্য অশান্ত ছিল। উগ্রপন্থী নামধারী হায়নাদের তাণ্ডবে তাদের বারুদের গন্ধে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে গিয়েছিল। এই অশান্ত ত্রিপুরা রাজ্যকে শান্ত করার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের শান্তি সম্প্রীতি অক্ষুন্ন রাখার জন্য ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। উগ্রপন্থী নামধারী হায়নারা অবিচারে রাজ্যের নিরীহ মানুষকে অপহরণ খুন এমনকি অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায় করার মতো ঘৃণ্য কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছিল।

তখন টিএসআর তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে ত্রিপুরা রাজ্যকে শান্ত করার জন্য নির্দ্বিধায় আত্ম বলিদান দিয়ে এ রাজ্যে শান্তির বাতাবরণ ফিরিয়ে এনেছিল। ২০০২ সালের ২০আগস্ট এমনই একদিনে জম্পুইজলা মহকুমার হীরাপুর সপ্তম বাহিনী টিএসআর এর মোট ২০জন জোয়ানকে এই উগ্রপন্থী নামধারী হায়নারা নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করেছিল। ছিনিয়ে নিয়েছিল তাদের হাতের রাইফেল।

এই ২০জন টিএসআর জোয়ানের স্মরণে হিরাপুর এই স্থানেই ২০জন শহীদের নামাঙ্কিত শহীদ বেদী তৈরি করে টিএসআর সপ্তম বাহিনীর পক্ষ থেকে।২০০৩ সাল থেকে আজকে পর্যন্ত প্রত্যেক বৎসর এই স্থানে শহীদদের শ্রদ্ধা জানিয়ে শহীদান দিবস পালন করে আসছে টিএসআর ৭ ব্যাটেলিয়ান। এ বছরও যথাযোগ্য মর্যাদার মধ্য দিয়ে এই ২০ জন টি এস আর জোয়ানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শহীদান দিবস পালন করেন টিএসআর সপ্তম বাহিনীর পক্ষ থেকে।

সক্ষম সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে হুইলচেয়ার বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট: সক্ষম একটি সামাজিক সংস্থা। যা ত্রিপুরা এবং আসামের বরাক উপত্যকা নিয়ে কাজ করে চলেছে দীর্ঘদিন ধরে। সক্ষম এবং রোটারি ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল এর যৌথ উদ্যোগে আজ নয়া পাড়াতে একটি অনুষ্ঠান করা হয় এবং চারজন বিশেষ ভাবে সক্ষম ব্যক্তিকে হুইলচেয়ার বিতরণ করা হয়। আরএসএসের গৌরা দে এই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন।

সক্ষম মূলত প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করে চলেছে এবং শুধুমাত্র প্রতিবন্ধিরা উপকৃত হচ্ছেন এমন নয় কেন প্রতিবন্ধী হিসেবে মানুষ জন্মগ্রহণ করেন তা নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করেন। সচেতনতার মাধ্যমে মানুষকে প্রতিবন্ধী হওয়া থেকে বিরত থাকতে কাজ করে চলেছে এরা। ধর্মনগর দীর্ঘদিন যাবত কৈলাসহর ডিডিআরসির আওতাধীন ছিল ইদানিং পাঁচ ছয় মাস হয়েছে নতুন ডিডিআরসি কাজ করছে। তাদের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে প্রতিবন্ধীদের খুঁজে বের করা এবং তাদের সব ধরনের সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সক্ষমের কাজের মূল উদ্দেশ্য। আগামী দিনে আরও দশজনকে হুইলচেয়ার বিতরণ করা হবে বলে সব সময় পক্ষ থেকে জানানো হয়।

প্রয়াত ড. ব্রজগোপাল রায়ের ৮৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট:প্রয়াত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, ত্রিপুরা শিক্ষা-সংস্কৃতি জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, নন্দনচিন্তক ড় ব্রজগোপাল রায়ের ৮৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আগামী ২১ আগস্ট-২০২৪ সন্ধ্যা ৬টায় মন্ত্রীবাড়ি রোডস্থিত ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদের দক্ষিণীগৃহে এক আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়েছে।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। অনুষ্ঠানে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার একাল-সেকাল বিষয় নিয়ে স্মারক বক্তব্য রাখবেন ড় ভূপাল সিনহা। সভাপতিত্ব করবেন বিশিষ্ট কবি শ্রী রামেশ্বর ভট্টাচার্য।

বাংলাদেশে ৩৫ বছর কারাবাস কাটিয়ে ফিরলেন শাহজাহান

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২০ আগস্ট: দীর্ঘ ৩৫ বছর পর বাংলাদেশের কুমিল্লার কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন

শাহাজাহান ওরফে বিলাশ। আজ কুমিল্লার বিবির বাজার -সোনামুড়া শ্রীমন্তপুর চেকপোস্ট দিয়ে ভারতে ফিরলেন তিনি। প্রসঙ্গত, ১৯৮৮ সালের শেষের দিকে ত্রিপুরার সোনামুড়া দুর্গাপুরের বাসিন্দা শাহাজাহান বাংলাদেশ আত্মীয়ের বাড়ী গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিলেন। তৎকালীন সময়ে বাংলাদেশ পুলিশ বিভিন্ন মিথ্যা মামলায় তাঁকে আদালতে তুলেছিলেন। আদালতের নির্দেশে তাঁর ১১ বছরের সাজা হয়েছিল। ১১ পর জেলে থাকার পর অনৈতিক ভাবে ৩৫ বছর আটকে রেখে দেয় শাহাজাহানকে। আজ আগরতলার জারা ফাউন্ডেশন নামে একটি সংস্থার চেয়ারম্যান মোশাহিদ আলীর বিশেষ সহযোগিতায় কুমিল্লার বিবির বাজার - সোনামুড়া শ্রীমন্তপুর চেকপোস্ট দিয়ে উভয় দেশের আইন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে পরিবারে হাতে হস্তান্তর করা হয় শাহাজাহানকে। ৬২ বছরের শাহজাহানের পরিবারে রয়েছে এক ছেলে এবং স্ত্রী। ছেলের জন্মের আগেই বাবা বাংলাদেশ পুলিশের

জলমগ্ন এলাকা পরিদর্শন করলেন বিধায়ক সুশান্ত দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২০ আগস্ট: প্রকৃতির রোষানলে তথা বন্যা কবলে বিশালগড়ের বিভিন্ন অঞ্চল। বিশালগড় বাসীর খোঁজ খবর নিতে বন্যা কবলিত এলাকা তথা বিশালগড়ের সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পরিদর্শন করেন রাজ্য যুব মোর্চার সভাপতি তথা বিশালগড় বিধানসভার বিধায়ক সুশান্ত দেব সহ অন্যান্যরা।এদিন ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেছেন বিধায়ক। তিনি জানান, প্রবল বর্ষণের ফলে বিশালগড়ের বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যেই অস্থায়ী শিবির গঠন করে সেখানে জনগণকে স্থানান্তর করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে সাধারণ জনগণের তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা দেখা হচ্ছে। এছাড়াও ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের খাবার এবং থাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে প্রশাসনিক তরফে। আগামী দিনের ক্ষতিগ্রস্তদের সরকারি সাহায্য প্রদানেরও আশ্বাসে দিয়েছেন বিধায়ক সুশান্ত দেব।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দাবিতে প্রদেশ কংগ্রেসের মাইনোরিটি বিভাগের প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট: বাংলাদেশে উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে মঙ্গলবার রাজধানী আগরতলায় প্রদেশ কংগ্রেসের মাইনোরিটি বিভাগের উদ্যোগে এক শান্তি মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন প্লেকার্ড হাতে নিয়ে এদিন প্রতিবাদ জানিয়েছেন নেতৃত্বরা।

জনৈক নেতৃত্ব বলেন, বাংলাদেশের ঘটনায় সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে। এই ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়। ধর্ম যার যার দেশ সবার। তাই সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবিতে এদিনের এই মিছিল বলে জানিয়েছেন তিনি।

বন্যাপীড়িত জনগনের সাহায্য সম্পর্কিত বিষয়ে জেলা শাসকের সঙ্গে দেখা করলেন সিপিআইএম নেতৃত্বরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট: বন্যাপীড়িত এলাকার জনগণের বিভিন্ন দুর্ভোগ সম্পর্কিত বিষয়ে পশ্চিম জেলার জেলা শাসকের সঙ্গে দেখা করলো সিপিআইএম পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কমিটির নেতৃত্বরা।

গত দু-তিনদিন ধরে প্রবল বর্ষণে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কৃষকদের নাজেহাল অবস্থা। এমন পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার দাবিতে পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্তদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতার দাবি জানিয়ে মঙ্গলবার পশ্চিম জেলার জেলা শাসকের সঙ্গে দেখা করলেন সিপিআইএম নেতৃত্বরা। ক্ষতিগ্রস্তদের সরকারি সাহায্য প্রদান এবং কৃষকদের আর্থিক সাহায্য প্রদানের দাবি জানিয়েছেন নেতৃত্বরা।

কংগ্রেস বিধায়ককে প্রাণনাশের হুমকি, থানায় মামলা, অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট: কংগ্রেস বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়কে প্রাণনাশের হুমকি দিল দুষ্কৃতীরা। মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই অভিযোগ করলেন তিনি।

কংগ্রেস বিধায়ক জানান, মঙ্গলবার সকাল থেকে বন্যা কবলিত এলাকাগুলি পরিদর্শন করছিলেন তিনি। বন্যা পীড়িত এলাকা গুলি পরিদর্শন শেষে ফেরার পথে যোগেন্দ্রনগর কলেজ রোড এলাকায় আসতে একদল দুষ্কৃতী তাকে ঘিরে ধরে। সঙ্গে সঙ্গে বিধায়ক এবং সঙ্গে থাকা কংগ্রেস নেতৃত্ব দেন গাড়ি আটকে তাদের অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। তখনই বিধায়কের প্রাণনাথের হুমকির পাশাপাশি বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেয় দুষ্কৃতিকারীরা। অভিযুক্ত প্রত্যেকেই বিজেপি দলের সদস্য বলে দাবি কংগ্রেস বিধায়কের। সঙ্গে সঙ্গে বিধায়ক পূর্ব আগরতলা থানা এসে একটি মামলা দায়ের করেন। অবিলম্বে অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন এদিন বিধায়ক।

বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায় অভিযুক্তদের নামধাম উল্লেখ করেছেন। তিনি জানান তিন অভিযুক্ত এই ঘটনার মূল কান্ডারী। তারা হলেন সৌরভ ভট্টাচার্য, বাড়ি কলেজ টিলা, রামু দাস, বাড়ি টাউন প্রতাপগড়, নারায়ণ সাহা বাড়ি রামঠাকুর রোড এলাকায়। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দোষীদের গ্রেফতার না করা হলে বিধানসভা অনশনে বসার হুমকি দিয়েছেন কংগ্রেস বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়।

ন্যাশনাল জেনেরিক ডকুমেন্ট রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম আগরতলায় কর্মশালা

আগরতলা, ২০ আগস্ট।। রাজস্ব দপ্তরের উদ্যোগে আজ হোটেল পোলো টাওয়ারে অনলাইন নথি নিবন্ধনের ব্যবস্থা ন্যাশনাল জেনেরিক ডকুমেন্ট রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমের (এনজিডিআরএস) উপর এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। মুখ্যসচিব জে কে সিনহা এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন। কর্মশালার উদ্বোধন করে মুখ্যসচিব জে কে সিনহা বলেন, অনলাইন নথির নিবন্ধনের ক্ষেত্রে ন্যাশনাল জেনেরিক ডকুমেন্ট রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনা। রেজিস্ট্রি অফিসে জমি নথিভুক্তকরণ প্রক্রিয়াকে আরও সহজতর ও আধুনিক করে তোলাই এই ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য। তিনি বলেন, জমি সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা বেশ জটিল হয়ে থাকে। জনসাধারণকে সহজে এবং সুরক্ষার সাথে সম্পত্তি হস্তান্তর ও বিক্রয় সম্পর্কিত নথি নিবন্ধন করতে এই প্রক্রিয়াটি সহায়তা করবে।

কর্মশালায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজস্ব দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পাণ্ডে বলেন, ন্যাশনাল জেনেরিক ডকুমেন্ট রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমের মাধ্যমে জনগণ স্বচ্ছতার সাথে দ্রুত পরিষেবা পাবেন। এই পদ্ধতিতে সম্পত্তি হস্তান্তর করার ক্ষেত্রেও স্বচ্ছতা বজায় থাকবে। রাজ্য সরকার এই পদ্ধতিটিকে ব্যাপকভাবে কার্যকরি করে তোলার লক্ষ্যে সাব-রেজিস্ট্রি অফিসগুলোকেও আধুনিকীকরণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজস্ব দপ্তরে অতিরিক্ত সচিব তমাল মজমদার এবং ল্যাণ্ড রেকর্ডস ও স্যাটেলমেন্টের অধিকর্তা সুভাষ সাহা উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় রাজ্যের ৮ জেলার জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক সহ রাজস্ব দপ্তরের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিগণ অংশ নেন।

টানা বর্ষণে বিধস্ত ...

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।